একটি সাহিত্য নির্ভর বাংলা পত্রিকা সিডনী, অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত ষষ্ঠ সংখ্যা, অগাস্ট- সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ২০১৫

প্রবাসী বাংলা পত্রিকা

বাংলাদেশ মেডিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সাইন্টিফিক অধিবেশন

আশুরার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

Orthodontic Blog by Dr Andrew Chang

তোফাজ্জল সরকার এর অনুবাদে স্টিভেন হকিং এর বিশাল পরিকল্পনা

বাংলাদেশ দক্ষিন আফ্রিকা ক্রিকেট -২০১৫

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

বাংলা শিখুন বাংলা পড়ুন বাংলা চর্চা করুন

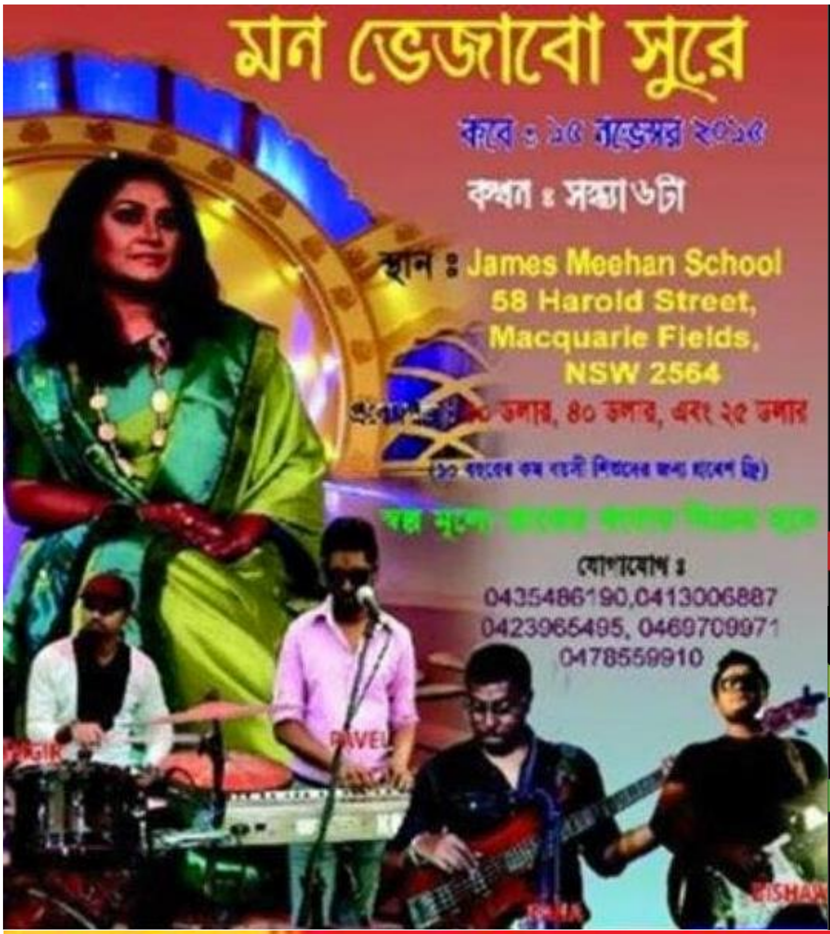

প্রধান সম্পাদক: প্রফেসর তোফাজ্জল হোসেন সরকার

সম্পাদক: ডা: তামান্না পারভীন

সহ- সম্পাদক: ফারদিন ফেরদৌস

মিথিলা জাহিন

সারিতা আলম

প্রকাশনা সম্পাদক: শেরওয়ান জামান

ই-মেইল: tparvin2@yahoo.com.au

১৫ মেপল গ্রুভ কেলিভিল রীজ NSW 2155

তোফাজ্জল সরকার

তামান্না পারভীন

সম্পাদকীয়:

চলে গেল আরেকটি ঈদ। ঈদুল আযহা বা বকরী ঈদ ।হযরত ইব্রাহিম(সা:)এর খোদা ভক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আল্লার রাহে কোরবানি করার আদেশ হলে তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল(সা:) কে কোরবানি দিতে উদ্যত হলেন ।আল্লাহতালা সন্তুষ্ট হলেন, সন্তানের বদলে দুম্বা কোরবানি হল। সেই থেকে কোরবানির প্রচলন। মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় খুশীর উৎসব। যার সাধ্য আছে তিনি সমর্থ অনুযায়ী গরু, খাসী, দুম্বা উট ইত্যাদি পশু কোরবানি করবেন কিন্তু কোনক্রমেই অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে যাবেন না; মহল্লার মধ্যে আমার গরু সবচেয়ে বড় হবে এমন চিন্তা সুস্থ ও শোভন নয়। গরিব ও দুস্থ লোকেরা সারা বছর তাকিয়ে থাকে এই ঈদের দিকে, মাংস পাওয়া যাবে, মাংস খাওয়া যাবে। কিনে খাওয়ার সামর্থ্য যাদের নেই কোরবানির বিলানো মাংস তাদের রসনা তৃপ্তি করে। আমরা যারা কোরবানি দেই যেন এ ব্যাপারটি মনে রাখি এবং মাংস ফ্রিজ বন্দী না করে গরিব দুস্থদের মধ্যে যথাসম্ভব বিলিয়ে দেই। কোরবানির পশু চামড়া আমাদের বিদেশী মুদ্রা আয়ের একটি বড় উৎস। কাজেই এই ঈদটি ছিল সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে খুশীর কারণ।

নারীর ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী, তাদের যদি সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতায়ন না করা হয় তাহলে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। পরিবার, দেশ কি ভাবে চলবে এতে নারীর অংশগ্রহণ থাকা বাঞ্ছনীয়। আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হলে নারী ক্ষমতার অধিকারী হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধী দলের নেতা নারী, সংসদের স্পীকার নারী। এজন্য বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নের এক অনন্য উদাহরণ। কাকতালীয় হলেও এদেশের নরসিংদী জেলায় নারীর ক্ষমতায়নের বিরল এক নজীর সৃষ্টি হয়েছে। এই জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা ও দয়রা জজ, সিভিল সার্জন সবই নারী। জেলার শীর্ষ পদগুলোতে আসীন নারীরা দক্ষতার সাথে প্রশাসন চালাচ্ছেন। এতে সবাই খুশী। নারীরা ট্রেন চালানোর মত চ্যালেঞ্জিং পেশায় কর্মরত থেকে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন।

সিডনীতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি Alumni এসোসিয়েশনের পুনর্মিলণী অনুষ্ঠান

কাজী সুলতানা শিমি

গত ০৯ আগস্ট রবিবার ২০১৫ সিডনির Macquarie field-এ ম্যাকারথার অ্যাডভেনটিস কলেজ অডিটোরিয়ামে ঢাকা ইউনিভার্সিটি Alumni এসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়ার বাৎসরিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলণী ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ছিল তার ষষ্ঠ পুনর্মিলণী উৎযাপন অনুষ্ঠান। সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি"- এই স্মৃতিচারণ থেকে উদ্যোগী হয়ে ২০১০ সাল থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কিছু কর্মোদ্যোগী প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা সিডনিতে Dhaka University Alumni Association Australia (DUAAA) সংগঠনটি গড়ে তোলে। অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্বে বার্ষিক সাধারণ সভা দুপুর সাড়ে বারটায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব মোস্তফা আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সন্মানিত প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলুমনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি রকিবউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ এফ এম মোখলেসুর রহমান। তারপর সাধারণ সম্পাদক আনিস মজুমদার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি প্রতিবেদনে গত এক বৎসরে DUAAA এর কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এই সময় তিনি নব নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদকে পরিচয় করিয়ে দেন।

এরপর সেলিমা ও সালেহ'র নান্দনিক ও প্রঞ্জল উপস্থাপনায় দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয়। শিক্ষাজীবনের স্মৃতিচারণ পর্বে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্মৃতিচারন করতে গিয়ে আনন্দ ও আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। কলা ভবন, অপরাজেয় বাংলা, মধুর ক্যান্টিন, আবাসিক হল, টিএসসি, ডাকসু- স্বপ্নের জায়গা গুলোর স্মৃতিরোমন্থনে সেদিন খুজে ফিরে হারিয়ে যাওয়া নিজস্ব ঠিকানা। মানস মন্দিরে জমিয়ে রাখা অতুলনীয় সেইসব সোনালী দিনের কথা বলতে যেয়ে জেগে উঠে স্মৃতির অগুনতি পদচারনা, নিরন্তর স্বপ্নবোনা- সবাই মেতে উঠে এক অনির্বচনীয় অনুভবে। স্মৃতি চারনের পাশাপাশি চলতে থাকে মধ্যাহ্ন ভোজ পর্ব। সবাই ফিরে যায় সহপাঠী ও অন্যদের সাথে আড্ডা আর হাসিঠাট্টার মিলন মেলায়। জীবনের বহু পথ পাড়ি দিয়ে সেদিন যেন আবারও একটি দিনের জন্যে হারিয়ে যায় প্রিয় শিক্ষাঙ্গনে ফেলে আসা দিনগুলোতে। এরপর সভাপতির সমাপনী ভাষনে জনাব মোস্তফা আবদুল্লাহ অনুষ্ঠান সফল করে তোলার জন্য যারা সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানান এবং নতুন কমিটি নির্বাচন করায় সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানান।

শেষ পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাফেল ড্র ও কুইজ প্রতিযোগিতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে সাজানো হয় কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নমালা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যান্ড লাল সবুজ গান পরিবেশন করেন। এই পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী পলাশ, শুভ্রা ও মাসুদ মোহনীয় কণ্ঠে মুগ্ধ করে রাখেন আগত সবাইকে। নষ্টালজিক করে তোলা গানের সুরে সবাই হারিয়ে যায় পুরানো সেই স্মৃতির বন্ধনে। র‍্যাফেল ড্র দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এই পুনর্মিলণী উৎযাপন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো এবারো প্রকাশিত হয় প্রবাসী লেখক ও কবিদের লেখা নিয়ে বর্নাঢ্য সংকলন "নানান রঙয়ের দিন গুলি"। সেদিন শত ব্যস্ততার মাঝেও সিডনী, ক্যানবেরা, মেলবর্ন, এডেলাইড থেকে হৃদয়ের টানে ছুটে আসেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। দিনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল এক অনন্য অসাধারন দিন। ফেলে আসা তারুন্যের উচ্ছল ঝলমলে ক্যাম্পাসী জীবনের সেই দিনগুলোতে তারা ফিরে যায় ভালোলাগা, ভালোবাসার নষ্টালজিক আবেগে।

“শুভমিতার অপার্থিব কণ্ঠে আমার সুরের মূর্ছনা”

খন্দকার জাহিদ হাসান

‘যেদিন যায়, সেদিন ভাল।’ বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য। হাজার হাজার বছরের তিক্ত অতীত অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের মন ও মস্তিষ্কে ক্রমান্বয়ে একটা নেতিবাচক বিশ্বাস স্থায়ীভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই প্রবচনটির মাধ্যমে। প্রবাদ বাক্যটির জনপ্রিয়তার যুক্তিসঙ্গত কিছু কারণ অবশ্য রয়েছে। কেননা, জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ঐ প্রবাদ বাক্যের সত্যতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আজ চালের দর প্রতি কেজি একশ’ টাকা হলে পরদিন তা হয়ে যায় প্রতি কেজি দেড়শ’ টাকা। আগামীকাল ঝড় হলে পরশু ভূমিকম্প হয়ে বসে। বিংশ শতাব্দীতে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে বুক ভরে বিশুদ্ধ বাতাস টেনে নিয়েছি, আজ সেই একই মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই একই মাত্রার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে পারছি না। অনেকেই বলে থাকেন যে, আমাদের শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনের জন্যও ঐ প্রবচনটি প্রযোজ্য। তাঁদের যুক্তিঃ রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-শরৎচন্দ্র বিদায় নেবার পর তাঁদের বিকল্প হিসেবে ঠিক ঐভাবে আর কেউ এলেন না। উপমহাদেশের সংগীত-ভুবনে এক সময় যে রমরমা অবস্থা ছিল, তাও কোথায় যেন হারিয়ে গেল! হেমন্ত, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, লতা, আশা, রফি, মুকেশ, মেহেদী হাসান, আহমেদ রুশদী, বশীর আহমেদ, মাহামুদুন্নবী আর ফিরোজা বেগমের মতো সর্বোৎকৃষ্ট মানের সব কালজয়ী কণ্ঠশিল্পীরা কিভাবে যে একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁদের তিরোধান বা অবসরগ্রহণের পর সেই শূন্যস্থানগুলো কেন যে সেভাবে পূরণ হয়ে সংগীত জগত আবার আগের মতো হয়ে উঠল না, সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া একটু কঠিনই বটে। তাঁদের সঙ্গে একমত পোষণ করার পরও ব্যাপারগুলি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখা যাক। আসলে স্বাধীনতার উষালগ্নে ভারতবর্ষের দিকে দিকে যখন বিজয়ডঙ্কা আর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিদায়ঘণ্টা একই সাথে বাজতে শুরু করে, সেই নতুন উদ্দীপনাময় পরিবেশ ঐ অঞ্চলের জাতিসত্তাগুলির মাঝে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্মেষ ঘটায়। সেই সঙ্গে শিল্পবিপ্লব আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শান্তিবাদ ও মানবতাবাদের আন্তর্জাতিক হাওয়া এসে সেই সৃজনশীল পরিবেশকে আরও অনুকূল করে তোলে। তারই ফলশ্রুতিতে সেই সময় আমাদের শিল্প-সাহিত্যের ভুবন ও-রকম জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাই বলে কি পরবর্তীকালে আমরা আবার পেছনে চলতে আরম্ভ করেছি? অনেক উর্ধ্বে উঠে, খুব নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করার পর এই প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু ‘না’-ই বলতে হয়। বরং বলা যায় যে, বিশ্ব জুড়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্প-সাহিত্য নতুনদিকে মোড় নিয়েছেমাত্র। তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, আবুল বাশার, শওকত আলী, প্রমুখ প্রথম সারির লেখকবৃন্দের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁদের অনেকেই আজও বিরামহীনভাবে লিখে চলেছেন। হুমায়ুন আহমেদের মতো অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন লেখক ও চিত্র নির্মাতাকেও বাংলাদেশের মানুষ পেয়েছিল। তা ছাড়া ভারত ও বাংলাদেশে উন্নতমানের অসংখ্য আর্ট ফিল্ম এবং একেবারে ভিন্ন স্বাদের ছায়াছবি তৈরি হচ্ছে, যে-গুলি বিনোদন জগতে মানুষকে নতুন ধরণের চিন্তার খোরাক সরবরাহ করছে। আবার সংগীত জগতের কথাই ধরা যাক। সলিল চৌধুরী, সুধীন দাসগুপ্ত, আর. ডি. বর্মণ ও আলতাফ মাহমুদের মতো যুগ সৃষ্টিকারী সংগীত পরিচালকদের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে বটে, কিন্তু বাপী লাহিড়ী এখনও কৃতিত্বের সাথে তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে সাবিনা, রুনা, সুবীর নন্দী, প্রমুখ কণ্ঠশিল্পী যুগ সৃষ্টি করেছেন এবং অদ্যাবধি নিরলসভাবে গান গেয়ে চলেছেন। তা ছাড়া এ. আর. রাহমান, শঙ্কর-এহসান-লয় (ত্রিরত্ন), প্রীতম চক্রবর্তী, সুমন চট্টোপাধ্যায় ও নচিকেতার মতো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন গুণী সংগীত প্রযোজকদেরও আমরা পেয়েছি। আসল কথা হল, যা কিছু খোয়া যায়, তা নিয়ে আক্ষেপ করতে থাকাই মনে হয় মানুষের স্বভাব। আর যা কিছু সে পেতে আরম্ভ করে বা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে, তার জন্য খুব একটা কৃতজ্ঞতাবোধ তার তেমন থাকে না, যতক্ষণ না সে তা হারাতে বসে। এবারে আবারও কণ্ঠশিল্পীদের প্রসঙ্গে আসা যাক। উদিত নারায়ণ, অনুরাধা পাড়োয়াল, মিতালি মুখার্জি, সোনু নিগাম, শ্রেয়া ঘোষাল, শুভমিতা ব্যানার্জি এবং উপরোক্ত সুমন ও নচিকেতার মতো প্রথম শ্রেণীর অনেক শিল্পীদের কণ্ঠমাধুর্যে আজ ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস অনুরণিত। তবে এঁদের মধ্যে শুভমিতার কণ্ঠস্বরের আর কোনো তুলনা ব্যক্তিগতভাবে আমি খুঁজে পাই না। শুভমিতার সুধাকণ্ঠ স্বর্গীয়। শুভমিতার গীতিময় কণ্ঠ অপার্থিব। তাঁর গায়কী অসাধারণ ও অনন্য। শিল্পী শুভমিতা ব্যানার্জি যে-কোনো ধরণের গানই অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে গাইতে সক্ষম। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীত গানের ভুবনে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। এ ছাড়া রাগাশ্রয়ী এবং নগরভিত্তিক আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন ও নান্দনিক ধাঁচের গান পরিবেশনেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। আর তার প্রমাণ শুভমিতা তাঁর অনেক গানের মাধ্যমেই দিয়েছেন। কিন্তু নচিকেতার কথা ও সুরে “মনের হদিশ কে-ই বা জানে” গানটি শোনার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে, বাউল সুরের ও লোকগীতি ঢং-এর গান পরিবেশনেও তিনি সমানভাবে পারদর্শী। আর তখনই আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা শুভ উদ্যোগ নিয়ে ফেলি। নীচে তার বর্ণনা দিলাম। আধুনিক গানের অ্যালবাম সম্বন্ধে আমার একটি বিনীত মত রয়েছে। তা হলঃ একই ধরণের গান, তা সে যতো উন্নত মানেরই হোক না কেন, ক্রমাগত শোনানোর ব্যাপারটা আমার কাছে বরাবরই একপেশে বলে মনে হয়, যা শ্রোতাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এ যেন অভ্যাগতদের কেবলই পোলাও বা বিরিয়ানী খাইয়ে যাওয়ার মতো একটি ব্যাপার। সেই কারণে আমি সাধারণত বিভিন্ন স্বাদের ও নানা ধাঁচের

গান রচনা করে থাকি। আমার গানগুলির এই বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা করে শুভমিতার কণ্ঠকেই আমার সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে আমার প্রস্তাবিত অ্যালবামের স্বরচিত দশটি গান (in raw form) তাঁকে শোনালে তিনি গানগুলি গাইতে রাজী হন। অ্যালবামটির দশটি গানের কথা ও সুরই আমার। সার্বিক বাদ্য রচনাও (Overall Music Composition) আমি নিজেই সম্পন্ন করি। কম্পিউটারভিত্তিক ভার্চুয়াল স্টুডিও টেকনোলোজি (VST) এবং Digital Audio Workstation (DAW) ব্যবহার করে আমাকে এই মিউজিক কম্পোজিশন করতে হয়।

এই দশটি গানের মধ্যে আধুনিক ঢঙের গানগুলির ব্যাপারে আগে থেকেই আমি পুরোপুরিভাবে নিশ্চিন্ত ছিলাম। বলা বাহুল্য, শুভমিতা গানগুলি বিস্ময়করভাবে ভাল গেয়েছেনও। কিন্তু এই অ্যালবামের গোটা তিন-চারেক গান তো একেবারেই বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের দেহাতি সুরের গেঁয়ো উচ্চারণসমৃদ্ধ গান। এখন আর বলতে বাধা নেই যে, এই পল্লীগীতি ঘরানার গান ক’ টি শুভমিতা কেমন গাইবেন, সে ব্যাপারে প্রথমদিকে খুব সামান্য হলেও এক ধরণের দুশ্চিন্তা আমার ছিল- তা তিনি যতো ভাল শিল্পীই হন না কেন। কারণ আফটার অল্ শুভমিতা বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের মেয়ে নন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, আমি তাঁকে যে-রকমভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই তিনি এই গানগুলি একেবারে ঐ এলাকার অবিকল গ্রাম্য উচ্চারণে ও ঢঙেই গেয়েছেন। তাতে নতুন করে আবার তাঁর অসাধারণ শিল্পীসত্তার পরিচয় পেলাম। আমার এই অ্যালবামের শিরোনামঃ “সুরের বন্যা নাচে”। স্বরচিত বিধায় আমার নিজের গানের প্রশংসা নিজেই করাটা মোটেও শোভা পায় না এবং এই মুহূর্তে আমি তা করছিও না। কিন্তু আমার সুর, গান, তাল ও লয় শুভমিতা তাঁর কণ্ঠে কতো সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা সবাইকে শুনতে আহ্বান জানানোর অধিকার নিশ্চয় আমার রয়েছে। তাঁর যাদুকরী কণ্ঠে আমার স্বরচিত গানের সুরের যে মূর্ছনা তিনি তুলেছেন, তা উপভোগ করতে সবাইকে তাই আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

অ্যালবামের দশটি গানের মধ্যে দু’ টি দ্বৈত-সঙ্গীত রয়েছে, যেখানে শুভমিতার কণ্ঠজুটি হিসেবে রয়েছেন টলিউড তথা কোলকাতার সাড়া জাগানো সঙ্গীত-প্রতিভা কণ্ঠশিল্পী সুজয় ভৌমিক। সুজয় যে শুভমিতার সুযোগ্য কণ্ঠদোসর, তার প্রমাণ তিনি ঐ দু’ টি গানে বেশ দক্ষতার সঙ্গেই দিয়েছেন এবং তাঁর কণ্ঠ ও গায়কীরও ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, এই দশটি গানের কেবল অডিও ভার্শন নয়, ভিডিও ভার্শনও মুক্তি পাওয়ার পথে। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার একঝাঁক উজ্জ্বল ভিডিও তারকা এবং কোলকাতার ‘রেইনবো ডিজিটাল রেকর্ডিং স্টুডিও’ - র স্বত্বাধিকারী ও সাউন্ড রেকর্ডিস্ট স্বনামধন্য গিটারিস্ট বাপী সেন ও স্বয়ং শিল্পীযুগলের সমন্বয়ে নির্মিত দশটি গানের বর্ণাঢ্য ভিডিও অ্যালবামও শিগ্রি মহাসমারোহে বের হতে যাচ্ছে। (ভবিষ্যতে আমার রচিত গানে বাপীদা’ র দুর্দান্ত গীটার বাজনা সন্নিবেশ করার ইচ্ছে রইল।) সিডনী, কোলকাতা ও ঢাকা টীমের এক সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল এই অডিও ও ভিডিও অ্যালবামঃ “সুরের বন্যা নাচে”। এতে থাকছে বৈচিত্র্যময় গানসমূহের এক অভূতপূর্ব সমাবেশঃ পাঁচটি অবিনশ্বর প্রেমের গান, দু’ টি মনোমুগ্ধকর নাচের গান, একটি প্রার্থনা সঙ্গীত, একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীভিত্তিক সঙ্গীত এবং আদম-হাওয়ার অমর উপাখ্যানভিত্তিক একটি সঙ্গীত। আশা করি, “সুরের বন্যা নাচে” অ্যালবামের গানগুলি সকল বয়সের এবং সকল শ্রেণীর দর্শক-শ্রোতাদেরই ভাল লাগবে।

Quakers Hill Mosque Quran Lessons for Children

Lessons on weekdays

Qualified male and female teachers availan ble

We also have afternoon and evening classes for girls and ladies

Please contact –

Sherin 0408041491

Dr Maha 0402659788

সুবচন এখন অনলাইনে!

সুবচনে প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন এবং ছবি ঘরে বসে পেতে লগ অন করুন

www.sydneybashi-bangla.com

অস্ট্রেলিয়ায় মাহিদুল ইসলাম মাহির একক আবৃত্তি সন্ধ্যা

হ্যাপি রহমান

আবৃত্তির প্রাণ পুরুষ মাহিদুল ইসলাম মাহি। তিনি আবৃত্তির পরিধি বিস্তৃতিকারী জনপ্রিয় একজন শিল্পী। সাংগঠনিক চর্চায় এবং প্রাতিস্বিক পরিবেশনায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন দুই যুগ ধরে। সম্প্রতি কবিতা প্রেমী প্রবাসি বাংলাদেশিদের আমন্ত্রনে তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছিলেন । আবৃত্তিকার মাহিদুল ইসলামের একক আবৃত্তি সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল অস্ট্রেলিয়ার চারটি সংগঠন । গত শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাত ৮টায় নিউক্যাসেলের ক্যামেরন পার্কে নিউক্যাসেল বাংলাদেশী কমিউনিটি ইনক (এনবিসি) আয়োজিত একক আবৃত্তি সন্ধ্যায় মাহিদুল ইসলাম মাহি দীর্ঘ সময় কবিতা আবৃত্তি করেন। এ সময় উপস্থিত দর্শক, শ্রোতারা মুহুর্মুহু করতালির মধ্য দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। রাজধানী ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত হয় দু' টি কবিতার আসর । বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত পংক্তিমালার আবৃত্তি অ্যালবাম 'তোমারই পদধ্বনি' এর আবৃত্তি হয় প্রথম দিনের আসরে।দ্বিতীয় আসর ছিল ২১ শে অগাস্ট সন্ধ্যে ৬ টায় । সিডনির 'কবিতা বিকেল' সংগঠন আয়োজিত স্থানীয় ব্যাংকস টাউন ইউনাইটিং চার্চ অডিটোরিয়ামে ২২ শে আগস্ট শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় মাহি কবিতা আবৃত্তি করেন। এছাড়া ও ২৩ শে আগস্ট রবিবার মেলবোর্নে কথক আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রবাসী কবিতা প্রেমীদের মুগ্ধ ও বিমোহিত করে রাখেন। মাহিদুল ইসলাম। একজন স্বনামধন্য আবৃত্তি শিল্পী। জন্ম ১৯৬৯ সালের ২৬ আগস্ট বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে। বাবা আব্দুল কুদ্দুস এবং মা লতিফা বেগম। বাংলাদেশে আবৃত্তিশিল্প প্রসারে তিনি কাজ করছেন নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন থেকে। এ পর্যন্ত একক ও যৌথ মিলিয়ে তার অর্ধশতেরও বেশি এ্যালবাম বাজারে এসেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও আবৃত্তি করে এসেছেন গুণী এই শিল্পী। মাহির রয়েছে প্রমিত বাংলা উচ্চারণ বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ ও আবৃত্তি উপযোগী কবিতা সংকলন। এছাড়াও তার নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আবৃত্তিমেলা' নবীন আবৃত্তিকারদের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছে। অস্ট্রেলিয়া সিডনির বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল বিদেশ বাংলার আমন্ত্রনে সম্প্রতি তিনি অংশ নেন একটি সাক্ষাৎকার পর্বে । সেখানে কথা হয় মাহিদুল ইসলামের সাথে। তিনি জানান অসাধারন কাব্যিক সৌন্দর্য,আবৃত্তির ধ্রূপদী সারল্য, স্বতঃস্ফূর্ত বাচন ভঙ্গিমায় আবৃত্তি চর্চা সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে তিনি ছড়িয়ে দিতে চান। এবারের অস্ট্রেলিয়া সফর তারই ধারাবাহিকতা। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি শীর্ষক আলাপচারিতায় উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া সফরের সাফল্য, পাঠক শ্রোতা তৈরি , প্রমিত বাংলা উচ্চারণ বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ, আবৃত্তি উপযোগী কবিতা সংকলন এবং এ্যালবাম, নির্দেশনাসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ।

আবৃতির প্রতি ভালো লাগা তৈরি হলো কীভাবে?

মাহিদুল ইসলামঃ ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক সরকারবিরোধী যে আন্দোলন চলেছিল তখনই আবৃত্তির প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। সে সময় মানুষের ভেতরের আকাঙ্ক্ষা ছিল সামরিক সরকার হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমি তখন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন কর্মী। আবৃত্তি করতে করতে যখন দেখলাম, মানুষকে আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করতে পারছি, তখনই ভেতরে এক ধরনের জাগরণ তৈরি হয়। আসলে মানুষের ভালোবাসাই সে সময় আমাকে আবৃত্তি করতে সাহসী করে তোলে।

আবৃত্তি চর্চার পটভূমি নিয়ে কিছু বলার অনুরুধ করছি। মাহিদুল ইসলামঃ দেশ স্বাধীনের আগে বিচ্ছিন্নভাবে নাটক বা আবৃত্তি চর্চা হতো। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করতে গণসংগীত ও কথিকা পাঠের পাশাপাশি আবৃত্তি করা হতো। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যখন মঞ্চ নাটক বিকশিত হয়, তখনো সেই নাট্যশিল্পীরাই সমান্তরালে আবৃত্তি করতেন এবং যা ছিল বিচিত্রা অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ। আবৃত্তি তখনো আলাদা শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আশির দশকে আবৃত্তিচর্চার নিজস্ব ধারা তৈরি হলো। আলাদা সংগঠন হলো। নব্বইয়ের সামরিক সরকার পতনেও আবৃত্তিশিল্পীদের ভূমিকা চিহ্নিত করা গেল আলাদা করে। তখনই মূলত আবৃত্তি সাংগঠনিক রূপ নেয়। এখন আবৃত্তি স্বয়ম্ভু একটি শিল্প এবং সাংগঠনিক চর্চার জায়গা।

আপনি এই প্রথমবার কবিতা আবৃত্তির জন্য অস্ট্রেলিয়া এসেছেন। প্রবাসি বাংলাদেশিদের কাছ থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছেন বলে আপনার ধারনা--- মাহিদুল ইসলামঃ প্রবাসের এই কর্মব্যস্ত জীবনে যারা কষ্ট করে

তাদের মূল্যবান সময় কবিতা বিকেলের আমন্ত্রনে সাড়া দিয়েছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। শুধু কবিতা আবৃত্তি দিয়ে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের চারটি অনুষ্ঠানে আয়োজিত কবিতার আসরে আগত হল ভর্তি দর্শক শ্রোতার উপস্থিতি প্রমান করে বাঙালির জীবনধারার সঙ্গে কবিতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যত দিন বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি থাকবে, তত দিন বাংলা কবিতা রচিত হবে। আবৃত্তিশিল্পীরা আবৃত্তি করবেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সব শিল্পের আঙ্গিক বা রূপ বদল হবে। বর্তমানে উত্তরাধুনিক কবিতার যুগ চলছে। আবৃত্তির আঙ্গিকে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সত্তর থেকে আশির দশকের আবৃত্তির আঙ্গিক অনেকটাই বদলে গেছে। এখনকার আবৃত্তি অনেক বেশি সংবেদনশীল। সাধারণ মানুষের কাছে এখনকার আবৃত্তি অনেক বোধগম্য। কবিতার উপমা- উৎপ্রেক্ষা এখন সবাই খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। আমার কাছে মনে হয়, এখন আবৃত্তির যে ফর্মটা প্রচলিত, এটা দীর্ঘায়িত হবে। আমার বিশ্বাস, তা সর্বজনীনও হবে ভবিষ্যতে। আমার চাওয়া এটি সারা পৃথিবীব্যপি বাংলা ভাষা ভাষীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক । সেই উদ্দেশ্য থেকেই এবারের অস্ট্রেলিয়া সফর। আমাদের দেশে আবৃত্তির বর্তমান অবস্থা কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? মাহিদুল ইসলামঃ বর্তমানে দেশে অন্যান্য যেসব বিকশিত শিল্প রয়েছে, তার পাশাপাশি আবৃত্তিশিল্প বেশ গুরুত্বের সঙ্গে চর্চা এবং এর বিকাশ চলছে। আস্তে আস্তে পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে এ শিল্পের। শ্রোতা বাড়ছে। বাড়ছে মূল্যায়নও। আমি মনে করি, সঠিক পথেই রয়েছে বাংলাদেশের আবৃত্তি। আর বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও এভাবে আবৃত্তি চর্চা হয় না। বিষয়ভিত্তিক বললে বলব, যে কবিতায় সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মূল্যবোধ রয়েছে, যে কবিতা মানুষের চেতনায় একটুখানি হলেও আঘাত করে, সে কবিতাই আমি বেছে নিই। যেকোনো ভালো কবিতাই ভালো লাগে আমার। যেটা আবৃত্তি করলে বেশিরভাগ শ্রোতাকে আকৃষ্ট করা যায়, সে ধরনের কবিতাই আমি আবৃত্তি করি। কারণ, আমার সময়ের এবং শ্রমসাধনার একটা তুল্যমূল্য আমি দাঁড় করাতে চাই। বাংলাদেশেই হবে একটা নতুন যুগের সূচনা, যেখানে আবৃত্তি একটা পেশাদার শিল্প হিসেবে দাঁড়াবে।যদিও কঠিন। কারণ এর ক্যানভাসটা বেশি বিস্তৃত না। দর্শক- শ্রোতা অনেক বেশি বিস্তৃত না। এর পৃষ্ঠপোষকতাও যথেষ্ট না। তবু আমি মনে করি, এ দেশে আবৃত্তিশিল্প একদিন পেশা হিসেবে দাঁড়াবে, যদি তরুণ মেধাবী প্রজন্ম আরো বেশি সাহসী হয়।

আবৃতির জন্য নিজের স্বীকৃতি বা মূল্যায়ন সম্পর্কে যদি কিছু বলেন --- মাহিদুল ইসলামঃ বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সময় নানা রকম স্মারক বা স্বীকৃতি দিয়েছে আমাকে। তবে এসব নিয়ে আমি খুব একটা উচ্ছ্বসিত বা আন্দোলিত নই। ভালোবাসার টানেই আবৃত্তি করি, আবৃত্তি কণ্ঠে ধারণ করতে চাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। পাঠকদের জন্য মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মাহিদুল ইসলামঃ আপনাকেও ধন্যবাদ ।

পাহাড়ী কন্যা

হায়াত মাহমুদ

পাহাড়বাসী চাকমাদের
বসত পাহাড় বনে,
বনের কাউকে ভয়করে না
সাহস রাখে মনে ।

বাঘ তাড়াতে আগুন হাতে
বনে বনে ঘুরে
মরার ভয়ে বাঘ-ভাল্লুক
ওঠে পাহাড় চূড়ে ।

হিম ছড়ির পাহাড় বাঁকে
শুধুই জীর্ণ ঘর,
সে সব ঘরে বাস করে
চাকমা মেয়ে-বর ।

ওরা দু'জন হারিয়ে যায়
পাহাড়ী বনের মেলায়,
কাটিয়ে দেয় সুখের মাঝে
কাজ কর্মের খেলায় ।

পাহাড় কোলে আবদ করে
শস্যের নাম জুম,
জুম ফসল ঘরে নেয়ার
পড়ে যায় ধুম ।

আদব- লেহাজ:

তোফাজ্জল সরকার:

লোকমান হাকিম(মধ্যপ্রাচ্যের এক মধ্যযুগীয় চরিত্র)- কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- 'আপনি এত আদব শিখলেন কোথা থেকে?' তিনি উত্তরে বললেন- 'বেয়াদবদের কাছ থেকে, তারা যা করে আমি তা করিনা।' বেয়াদবেরা কি করে বে- আদব হল তিনি অবশ্য আর তা বলেননি।ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, সদাচারী ব্যক্তি স- আদব। আমাদের সমাজে গুরুজনদের শ্রদ্ধা ভক্তি করে যারা তাদের আদব লেহাজ ভাল। বয়সে বড়, শিক্ষক আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি; তাদের সংগে রুঢ়, মন্দ, দৃষ্টিকটু আচরণ করা বেয়াদবির লক্ষণ।তাদের সামনে পায়ের ওপর পা তুলে বসা, বিড়ি- সিগারেট খাওয়া, খারাপ কথা বলা আদব হীনতার লক্ষণ।বোঝা যায়, পায়ের ওপর পা তুলে বসলে, তাকে তুচ্ছ করা হয়; ধূমপান খারাপ জন্য তা গুরুজনদের সামনে করা তাদের জন্য অসম্মানজনক,অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণ অবশ্যই সবার কাছেই মন্দ আচরণ। কিন্তু সমাজভেদে বেয়াদবির নিশানার হেরফের দেখা যায়।পশ্চিমা সমাজে গুরুজনদের সামনে পায়ের ওপর পা তুলে বসা, ধূমপান করা মোটেও বেয়াদবি নয়। স্বনামধন্য লেখক,শিক্ষক জাফর ইকবাল একসময় আমেরিকার বেল ল্যাবে কাজ করতেন।তিনি তার প্রাক্তন সহকর্মীদের কাছে গল্প করলেন, "আমার ছাত্ররা আমার সামনে সিগারেট খায়না, হাতে থাকলে ফেলে দেয়।" সহকর্মীরা অবাক, আচ্ছা!হাতে চা থাকলেও কি ফেলে দেয়? তাদের প্রশ্ন। জাফর ইকবাল তাদের ধূমপান আর চা খওয়ার তফাৎ বুঝালেন, কতটা তারা বুঝল কে জানে। বয়োজ্যেষ্ঠ লোক হলেই তাকে সম্মান করতে হবে বা সমীহ করে চলতে হবে এমনটা ওরা মনে করে না।ওদের সমাজে আট বছরের শিশু আশী বছরের বৃদ্ধকে নাম ধরে ডাকে, কেউ কিছু মনে করেনা। কিন্তু আমরা এরকম ছেলেকে বেয়াদব বলি, মুরব্বির সম্মান রাখতে জানে না। আমরা বয়সে বড় হলেই তার সংগে চাচা, মামা, খালা ইত্যাদি সম্পর্ক পাতিয়ে তাকে ডাকি; এমন কি বাড়ির কাজের মেয়ে বয়স্কা হলে বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েদের তাকে খালা ডাকতে শিখানো হয়।এটাই আদব। আসলে আমরা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতার টাচ্ দিয়ে মধুর করে তুলি।ফলে সমাজে একটা ভাল পরিবেশ তৈরি হয়; দেখতে,শুনতে ভাল লাগে। পশ্চিমা সমাজ এমন একটা সুন্দর প্রথার সৌন্দর্য, মাধুর্য কেন অনুধাবন করতে পারেনা বোঝা শক্ত। আমাদের সমাজে এখন দেখা যায় পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভাই বোনকে নাম ধরে ডাকে, মেজ ভাই, সেজ ভাই বা বড় আপু ,ছোট আপু ডাক কম শোনা যায়। আগে এমনটা ছিল না, বড়কে নাম ধরে ডাকলে রীতিমত শাসন করা হত।আমরা কি এখন পশ্চিমা সমাজের অনুকরণ করা ভাল মনে করছি? নাম ধরে ডাকা কি বেশী মধুর? ভাববার বিষয়। আধুনিকা স্ত্রী অনেক পরিবারে স্বামীকে নাম ধরে ডাকে।শুনতে অভ্যস্ত হওয়ায় হয়ত ততটা কানে লাগে না।কিন্তু 'মিষ্টির বাবা' কিম্বা 'মিলুর আব্বা' বলে ডাকলে বেশী শ্রুতিমধুর লাগত, বেশী আদবের মনে হত; আসলেই ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরুজন। যাকগে, মধুরেণ সমপায়েৎ বলে একটা কথা আছে, শেষ বেলায় মিষ্টি পরিবেশন করা উচিৎ, তারি চেষ্টা করছি। দুই মোটা সোটা রইস লোক রেলভ্রমন করবেন বলে স্টেশনে এসেছেন। তাদের জন্য বরাদ্দ করা কামরার সামনে এসে গেলেন, এখন কামরায় উঠবার পালা। এক রইস অন্যজনকে বললেন: আপ পহেলে- আপনি প্রথমে উঠুন।দ্বিতীয় জন বললেন: না,না, সেকি! আপ পহেলে। ১ম জন: আপ পহেলে; ২য় জন: আপ পহেলে। এভাবে তারা যখন একে অন্যকে 'আপ পহেলে' বলে সাধাসাধি করছেন, আদব শিষ্টাচার দেখাচ্ছেন, তখন সময় হয়ে যাওয়ায় বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল। তারা বেকুবের মত তাকিয়ে রইল। সেই থেকে চালু হল:- 'আপ পহেলে, আপ পহেলে করনেছে গাড়ী ছুট যায়েগা'। আদব ভালো কিন্ত তার বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

ছোট্ট একটা ভালবাসার ঘর

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খান

ছোট্ট একটা ঘর বাঁধিলাম
প্রেমের খুঁটি দিয়া
বেড়া দিলাম ভালবাসার
আমার কুঞ্জবন ঘিরিয়া
আমার কুঞ্জবন ঘিরিয়া
অনুরাগের রসের রশি দিয়া
বাধলাম তোমার মন
মনের খেলা খেলবো মোরা
খেলবো আমরণ
মোরা খেলবো আমরণ ।
ছোট্ট একটা ঘর বাঁধিলাম
প্রেমের খুঁটি দিয়া
বেড়া দিলাম ভালবাসার
আমার কুঞ্জবন ঘিরিয়ারে
আমার কুঞ্জবন ঘিরিয়া ।

জীবনে মরণে, থেকে সাথে সাথে
দুই হৃদয়ের দুঃখ কষ্ট
যা আসে জীবনে
একের কষ্ট ওপর জনে
নিব মাথায় তুলিয়া।

দিনে দিনে বড় হবে মোদের এ সংসার
সুখের বারী বরিষণে রাখব ঘিরে ঘর
মোরা রাখবো ঘিরে ঘর ।

সবাই যেন হিংসা করে
শিখে তারা মোদের দেখে
কেমনে করে রাখে ধরে
সুন্দর ভাবে সাজিয়ে সংসার

ভাষা এলো কি ভাবে

ওমর খালিদ রুমী

সাধারনত মানুষের মুখ থেকে যে কথা বা যে শব্দগুলো নি:স্বরিত হয় সেটাই ভাষা। এই ভাষা কখন কোথায় উৎপত্তি হল সেটা কারোরই জানা নেই তবে এটা অন্তত: বলা যায় কি ভাবে এই ভাষা এলো। বিবর্তনের মধ্যেমে মানুষ যখন প্রথম আলো দেখল তখন তার চারপাশে যে পরিবেশ পেলো সেটাই তাকে প্রভাবিত করল । সেটাই স্বাভাবিক। পরিবেশে পেলো অসংখ্য গাছ পালা। লতাগুল্ম আর হরেক রকমের অসংখ্য জন্তু জানোয়ার। আর পেলো নদী নালা। বিভিন্ন রকমের মাছ। গাছে পেলো পাখী, আকাশে চিল। পেলো ঝড় ঝাপটা, বর্ষন, বিদ্যুৎ ও ইত্যাদি। কিন্তু এত কিছু আমাদের নতুন মানুষকে প্রভাবিত করলেও তার মুখ দিয়ে তখন একটি আওয়াজই বেরোত। চারিদিকের সবকিছুকে নিয়েই সে চলত বিধায় সবই তার চিন্ড়ার মধ্যে ছিল। সবই সে বুঝত কিন্তু প্রকাশ করার ভাষা জানত না, তবে পরিবর্তন এলো। অত্যন্ড় ধীর গতিতে। অনেকগুলো জেনারেশন লাগলো এই পরিবর্তন আসতে। লাঠি ধরা থেকে শুর্ব করে নারকেল ভাঙ্গা শিখতে শিখতে কখন কোন সময়ে যেন একটু একটু করে বিভিন্ন বস্তুর নামও মুখে উচ্চারিত হতে শুরু করল। তার আগে অবশ্য গুহায় বা দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকা শুর্ব হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তখন বুঝতে শিখল কি থেকে কি হতে পারে। কোনটা দিয়ে কি তৈরী করা যেতে পারে। ধীরে ধীরে পরিবর্তন হল চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, বাসস্থান ইত্যাদিতেও, পরিবার থেকে শুর্ব করে ছোট ছোট সমাজ তৈরী হতে লাগল। মুখের ভাষাও আস্ড়ে আস্ড়ে বদলাতে লাগল। গোড়ায় যেখানে ছিল একটি মাত্র শব্দ সেখানে ধীরে ধীরে বিভিন্ন নতুন শব্দ যোগ হতে থাকল। বিশেষ করে দরকার হয়ে পড়ল হরেক রকমের জন্তু জানোয়ার গুলিকে মনে রাখার ও তাদের হিসাব রাখার, কারন ওগুলোই জীবন ধারনের জন্য মস্তবড় উপকরন ছিল। এভাবেই প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিটা জিনিষের নামই মানুষের মুখে এসে গেল। এটা হল কয়েক হাজার বছর ধরে। এখন এই মানুষ যেখানেই জন্ম নিল সেখানেই এভাবে ভাষা তার মুখে ফুটল। তবে এর পাশাপাশি আর একটা ব্যপারও চলছিল তখন। সেটা হল সংকেতের মাধ্যমে ভাব ও তথ্য আদান প্রদান। যেটাকে আমরা পরে নাম দিয়েছি সাংকেতিক ভাষা। যার চল এখনো কোন কোন অঞ্চলে আছে। তবে এই কথ্য ভাষা কিন্তু একরকম থাকলো না । ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এলো। দেখা গেলো ১০-১৫ মাইল বা তারও বেশী পরিধির মধ্যে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট সমাজ কয়েক পরিবার নিয়ে গড়ে উঠল কিন্তু এক সমাজের চাল চলন ধর্ম, বাসস্থান অন্য সমাজ থেকে ব্যতিক্রম হল। এক সমাজ গ্রাম থেকে অন্যটির দুরত্ব বা ব্যবধান যতই বাড়ল ততই এই ব্যতিক্রমও বাড়ল। উদাহরন হিসেবে ধরা যাক বাংলাদেশের কয়েকটা অঞ্চল।

যেমন সিলেট, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি। পাহাড়ি ও জঙ্গুলে মানুষগুলোর ভাষা কয়েক হাজার বছর আগে যা দাড়াল তা থেকে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ বা রংপুর-দিনাজপুরের ভাষা একেবারেই ভিন্ন হয়ে দেখা দিল যেটা আজও আছে। শুধু তাই নয় সিলেট জেলার ভেতরেই দেখা গেল দক্ষিন অঞ্চলের স্থানিক ভাষা (dialect) উত্তর অঞ্চলের স্থানিক ভাষা থেকে কিছুটা ভিন্ন। আবার পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে একই পাহাড়ের চারিদিকে যে ১১টি উপজাতী রয়েছে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব স্থানিক ভাষা রয়েছে। অথচ তাদের এক সমাজ থেকে অন্য সমাজ, ধরা যাক মুরং থেকে বম উপজাতীর বসতি কিন্তু আধা মাইলে মধ্যেই। পাহাড়ি অঞ্চলে বাধা বেশী থাকায়ই এই বিপত্তি। পাহাড়ের এক দিকের মানুষের ভাষা অন্য দিকের মানুষের ভাষা থেকে আলাদা অথচ তাদের বেশীরভাগের বসতি কিন্তু কয়েক মাইলের মধ্যেই। ঐ ১১টি উপজাতীর মধ্যে কিছু মিল থাকলেও তাদের ভাষা, ধর্ম ও চাল চলনে ভিন্নতা আছে। সেই তুলনায় Flat Land বা সমতল স্থাথান গুলোতে বাধা না থাকায় ভাষার এই ভিন্নতা কিছুটা হলেও কম। Flat Land এ এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় Information পৌছানো অনেক সহজ। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে পাহাড়ের এক খাদ থেকে অন্য খাদে ঐ Information পৌছানো খুবই কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ। ভাষা তাই এই ধরনের barrier পেলে পৌছাতে পারে না। তাই দুই সমাজের বা কয়েক সমাজরে ভাষা ভিন্ন হয়। নেপাল আর চীনের মানুষের ভাষা একেবারেই ভিন্ন হিমালয় পর্বত মাঝখানে থাকায় । ঠিক তেমনি দুই অঞ্চলের মাঝখানে সমুদ্র থাকলেও ঐ একই বিপত্তি হবে। রংপুর দিনাজপুর বগুড়ার মানুষেদের ভাষায় তাই ২৫-৩০% মিল রয়েছে পুরো অঞ্চলটা সমতল হওয়ার কারনে আসল বা মূল কথা হচ্ছে দুরত্ব যাতই বাড়ছে ব্যতিক্রমও ততটা হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের ভাষার সংঙ্গে তাই মৈথিলী, উড়িয়া, আসামী, নেপালী ভাষার মিল রয়েছে কিন্তু এই দুরত্ব যতই বেড়েছে যেমন বাংলাদেশ থেকে মহারাষ্ট্র, দিল্লী ততই ভাষার দুরত্বও বেড়েছে। ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকার সংঙ্গে তাই বলতে গেলে বাংলা ভাষার কোন মিলই খুজে পাওয়া যাবে না। ঐ দিকে জার্মানিতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকম স্থানিক ভাষার সমাহার জার্মানিক, গ্যালিক, পুর্ব জার্মানিক, পশ্চিম জার্মানিয়, নিম্ন জার্মানিয় ও আধুনিক জার্মানির আর ফ্রিজীয়। বৃটেনের চার পাশেও একই অবস্থা- বৃটিশ, স্কটিশ, আইরিশ, সেলটিক ইত্যাদি তো আছেই তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে বৃটেনের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানিক ভাষা (dialect)। আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের ভাষা প্রায় ৫৪টির মত। কেউ কেউ ওদের প্রায় ৭৫টি শাখা খুজে পেয়েছে। ওদের মধ্যে এখনো সাইন ল্যাংগুয়েজ বা সাংকেতিক ভাষা বিদ্যমান। তেমনি আফ্রিকায় আবিস্কার হয়েছে প্রায় আটশোর মত ভাষা। আজকাল সোয়াহিলী আফিকার অনেক অঞ্চলেই প্রচলিত, লোহিত সাগর মাঝখানে বাধা হয়ে দাড়ানোর কারনে সমুদ্রের এপারের ভাষা ওপারের সৌদি আরবের ভাষা থেকে একবোরে আলাদা।

অষ্ট্রেলীয়ান আদীবাসীদের প্রায় ৩৫০ থেকে ৭৫০টির মত dialect বা স্থানিক ভাষা ছিল কিন্তু ওদের জন গোষ্ঠি কমে যাওয়ার সংঙ্গে সংঙ্গে ওদের এই ভাষার সংখ্যা ২১ শতকে কমে এসে ১৫০টির মত দাড়িয়েছে। তার মধ্যে ২০% আবার হারিয়ে যাবার পথে। অষ্ট্রেলীয়ার মেইন ল্যান্ডে ওয়ালাপিরা আর ‘টিউই’ এই দুটো স্থানিক ভাষা বেশ জনপ্রিয়। টোরেস আইল্যান্ড ও টাসমেনিয়ার dialect অবশ্য কিছুটা আলাদ। মাঝখানে সমুদ্র থাকার কারনে। তবে আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদেও মতন অষ্ট্রেলীয়ার অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর কুইন্সল্যান্ডে সাইন ল্যাংগুয়েজ বা সাংকেতিক ভাষা এখনও ভালভাবেই প্রচলিত আছে। এই সাংকেতিক ভাষাই ছিল প্রথম দিকের মানুষদের ভাষা যাদের মুখ দিয়ে কথ্য ভাষা তখন বেরোত না। সমস্ড় কন্টিনেন্টগুলোতেই মানুষের এই সাংকেতিক ভাষা ছিল। তবে আশ্চর্য এই যে আমাদের এই বর্তমান ভাষা আবারো সংক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ইংরেজী ও বাংলা দুটোতেই এই ধারা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে দাড়াচ্ছে আমরা আবারো গোড়ার দিকে চলে যাচ্ছি। অচিরেই আমরা সাংকেতিক ভাষায় ফিরে যাবো আর একদিন দেখা যাবে সেটাও বন্ধ হয়ে মানুষ মুক হয়েই ঘোড়াফেরা করছে।

JCU Medicine
interview training
Interview tips and tricks from a current medical student at JCU at an affordatble rate. This service provides students with an insight as to how to tackle JCU’s unique interview structure.

Contact 0404823409

নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ

মোঃ রকিব উদ্ দৌলা

১৯৬৭ কি ১৯৬৯ সাল। তখন ও পাকিস্তান আমল অথাৎ বাংলাদেশ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় অংশ পূর্ব পাকিস্তান। ঢাকায় সেবার পাকিস্তান বিজ্ঞান কনফারেন্স ও তৎসহ বিজ্ঞান মেলা। সেই বিজ্ঞান মেলায় ছোটদের প্রদর্শনী বিভাগে আযিমপুর নিউমার্কেটের পাশ্ববর্তী ঢাকা কলেজের সংলগ্ন সরকারী ল্যাবরেটরি স্কুলের একটি ছাত্র খুবই হাঁকা হাঁকি করছিল। বলছিল " আসুন ভদ্র মহোদয় ভদ্রমহিলাগণ আসুন স্যার, আসুন, সবাই আসুন- দেখে যান বিরাট আবিস্কার বিজ্ঞানের মহান অবদান। বিজ্ঞানের অপূর্ব আবিস্কার মহান সৃষ্টি আপনারা কেউ কি আগে কখনও দেখেছেন? দয়া করে অন্তত একটি বার দেখে যান সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক আবিস্কার আসুন দেখে যান" ইত্যাদি। মজার বিষয় সেদিনকার বিজ্ঞান মেলা তিনদিন চলেছিল; যেই ছেলেটির ডাকাডাকিতে হাকাহাকিতে সতি সত্যি দলে দলে লোকজন, ছাত্র-ছাত্রী, ছেলেমেয়েরা সেই দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, সেই আবিস্কারটির সেখানে কি ভীড় দেখার জন্য, আর ছেলেটি ও পরম যত্নসহকারে ও পটুত্বের সাথে পরীক্ষাটি ও সদ্য আবিষ্কৃত সেই যন্ত্রটি দেখিয়ে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করছিল। সবার মুখে মুখে এই যন্ত্রটির নাম। যে নামটি ছিল নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞানের একজন নামকরা প্রফেসরের কানেও এ নামটি উঠে গেল। তিনি ও কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন নামটি শুনে। কি ব্যপার! নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ আবার কি করে হয়? টেলিগ্রাফ তো সাধারনতঃ কতকগুলো শব্দ দিয়েই করা হয়। টরে টক্কা টক্কা টরে অথাৎ কতকগুলি কোড (ঈড়ফব) বা নিয়ম আনুসারে দুটি শব্দকে ব্যবহার করে। তাহলে এযে বলছে "শব্দ হবে না" শব্দ ছাড়াই নিঃশব্দ ভাবে টেলিগ্রাফ করা যাবে। এ আবার কেমন? ভদ্রলোক প্রফেসর একটা আকষর্ণ অনুভব করলেন। অন্য আর একজন সহযোগী প্রফেসরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেখতে গেলেন। নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ কি? কেমন করে হয়? কেমন করে করা যায়। সত্যি সত্যিভাবে প্রবল আকর্ষণ ও অনুভুতি নিয়ে তাঁরা দুজন দেখছেন সব কথা শুনলেন ছেলেটির মুখে, ছেলেটিকে নানা প্রশ্ন করলেন এ ব্যাপারে। এই দুজন প্রফেসররা আবার পুরস্কার কমিটির কর্মকর্তাও ছিলেন সেবার। তাঁরা রীতিমত অভিভূত হলেন এবং বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তাদের বিচারে এই ছেলেটির "নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ" কে বলা হলো সত্যিকারের নতুন আবিস্কার। ছেলেটির ঐ বিষয়ে জ্ঞান ও বলার ভঙ্গী ইত্যাদির বিচারে " নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ" কে প্রথম পুরস্কার অথাৎ সোনার মেডেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য অতীব উপযুক্ত বিবেচনায় ইলেকট্রিকে, সেবার

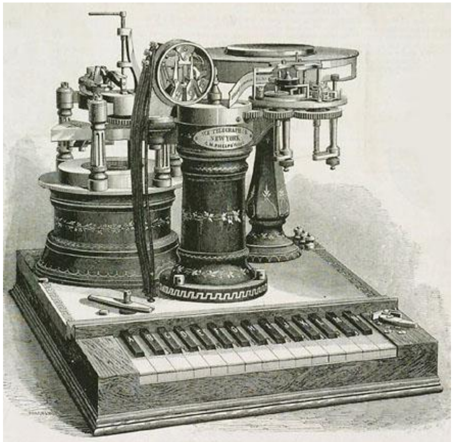

THE PHELPS ELECTRO-MOTOR PRINTING TELEGRAPH

ছোটদের বিভাগে প্রথম পুরস্কারটিই দেয়া হলো। সেই ছেলেটিরই নাম মোঃ শরীফউদদৌলা (তপু) বর্তমানে ডঃ মোঃ শরীফউদদৌলা সিডনীর বস্কাম হিল নিবাসী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিউরোলজিষ্ট। আমর কনিষ্ট ছেলে।

নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ এর ভাবনা বা ধারনাটা তৈরী করেছিলাম আমিই। আমি তখন ইষ্ট রেজিওনাল লেবেরেটরীজ, ঢাকা অথাৎ ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে চাকুরীরত সিনিয়র রিসার্স অফিসার, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। বিজ্ঞান মেলার কথা শুনে মনে ভাবনা এল মেলায় কিছু একটা দেয়া দরকার। কারন তখন আমি সায়েন্স ল্যাবরটরী থেকে প্রকাশিত ছোটদের প্রকাশিত পত্রিকায়- এসো সমাধান খুঁজি- নামে একটি সিরিজ লিখে প্রকাশ করতাম। ছোটদের জন্য অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও লিখতাম।স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর জন্য লেখা ধাঁধঁর মত এক একটি বিষয়, যার সাথে প্রশ্ন থাকতো উত্তর দেয়ার জন্য সিরিজটার বেশ একটু নাম ও হয়েছিল এবং অনেক স্কুলের ছাত্র ছাত্রী এতে অংশ গ্রহনও করেতেন। তাই দেশের বিজ্ঞান মেলায় কিছু প্রদর্শনী মূলক বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম। তারই ফল হলো এই নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ নামক বিষয়টি। গবেষণা কাজকর্ম ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যপারের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি প্লাস সাংসারিক কাজকর্ম করে তারপর হাতে বেশী সময় পেতাম না বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা ও ভাবনা চিন্তা করার তাই আমি এই "নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ" বিষয়টির সাথে আমার মেঝো ছেলে মোঃ রোকউদৌলা (স্বপন) কে নিলাম।

যেহেতু শরীফ (তপু) তখন ছোট কিন্তু ওর উৎসহ ও পটুত্ব ছিল প্রবল। বয়স মাত্র দশ বৎসর। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। আমি ওদের দুভাই কে পরিকল্পনা ও থিওরী এবং কিভাবে যন্ত্রটি তৈরী করতে হবে সব বিষয়ের মোটামুটি ধারনাটা দিয়ে দিলাম। ওরা দু'ভাইই যত্ন সহকারে ও মনদিয়ে কাজ করেছে, খুঁটি নাটি বিষয় ও যন্ত্রের সব কিছুই প্রায় ওরাই তৈরী করে ফেলেছিল। বিশেষভাবে ঠেকে গেলেই আমার কাছে আসত। ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে বেশ বুৎপত্তি ও ধারনা ভাল ছিল। পুরা ব্যাপারের কাঠামোটা ঠিক করে দেওয়ার পর দেখলাম যে, ওরা বেশ বুঝতে পেরেছিল ও যন্ত্রটি একরকম তৈরীও করে ফেলেছিল। আমার ধারনাটা ওরা বাস্তবে পরিনত করলো। সুতরাং বাকী শেষ পরশটা অর্থাৎ কিভাবে কি কি কথা বলতে হবে ইত্যাদি দিতে অসুবিধা হলো না। ওরা দুই ভাই ও আমি মিলে বানালাম দুনিয়ার প্রথম "নিঃশব্দ টেলিগ্রাফ"। তিনজনই খুব খুশী হলাম যখন দেখলাম শরীফের গলায় ঝুলছে সোনার মেডেলটি বিজ্ঞান কনফারেন্সে বিজ্ঞান মেলায় দেওয়া ছোটদের বিভাগের প্রথম পুরস্কার। শরীফ রোকনকে খুজলাম কিন্তু শরীফ তখন ল্যাবরেটরী স্কুলের এক ছাত্র মিছিলের ছাত্রদের সাথে ঘুরছে এক মাথা থেকে আরেক মাথায়। ওর কাছাকাছি দৌড়াচ্ছে রোকন, আর আমি যেন আত্মহারা।

ভাবছিলাম এগুলো কি সত্যি আমার স্ত্রী আমাকে বলছিল হ্যা, সত্যিই সত্যি।

সাহিত্য পাঠ: বিশাল পরিকল্পনা- অনুবাদ: ত. হ. সরকার

প্রথম অধ্যায়: বেঁচে থাকার রহস্য

ত. হ. সরকার

এবারের সাহিত্যপাঠে আমাদের বিষয় বিজ্ঞান সাহিত্য। বিজ্ঞান সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। ১৯৪২এ অক্সফোর্ডে জন্ম, কিন্তু লেখাপড়া, কাজকর্ম সব কেম্ব্রিজে। তিনি কেম্ব্রিজের লুকাসিয়ান প্রফেসর অফ ম্যাথেমেটিক্স এর পদে গেল তিরিশ বছর ধরে আসীন, যে চেয়ারটি বিজ্ঞানী নিউটন ১৬৬৩ সালে অলঙ্কৃত করেছিলেন। বলা হয়, নিউটন, আইনস্টাইনের পর বিজ্ঞান জগতে এত বড় প্রতিভা এখনও আর আসেনি। অনেক জনপ্রিয় পুস্তকের লেখক। তাঁর লেখা 'A Brief History of Time' বেস্ট সেলিং পুস্তকটির লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রয় হয়েছে এবং এখনও সমান আদৃত। দু: খের বিষয় হকিং এর বয়স যখন মাত্র বিশের কোঠায় তখন তিনি Motor Neuron Disease নামে পরিচিত এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন যা তার চলৎশক্তি, কথা বলার শক্তিকে হরণ করে। তা সত্ত্বেও তার চিন্তা- ভাবনা, লেখালেখি থেমে থাকেনি। বিজ্ঞান জগতে তিনি এখনও সক্রিয়।

স্টিফেন হকিং এবং লিওনার্ড ম্লদিনোর লেখা The Grand Design পুস্তকের প্রথম অধ্যায় 'বেচে থাকার রহস্য' এর অনুবাদ নীচে দেয়া হল। বিশেষ কারণে অধ্যায়টির অনুবাদ সংক্ষেপ করা হয়েছে।

আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য বাঁচি। আর সে অল্প সময়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খুব সামান্য অংশকেই খুঁটিয়ে দেখি। কিন্তু আমরা মানুষেরা খুব কৌতূহলী জীব, আমরা চিন্তা ভাবনা করি, প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। এই বিশাল পৃথিবীতে মায়া মমতা, নিষ্ঠুরতার মধ্যে বেঁচে থাকতেও উপরের অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে নানা জিজ্ঞাসায় আলোড়িত হই: যে বিশ্বে আমাদের অবস্থান তাকে কি ভাবে জানতে পারি? এই বিশ্ব কি ভাবে আচরণ করে? বাস্তবতা বালতে কি বুঝায়? এরা সব এলই বা কোথা থেকে? বিশ্বের কি একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন আছে? বেশির ভাগ লোক এগুলো নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না, কিন্তু আমরা কক্ষনো না কক্ষনো এসব নিয়ে চিন্তা না করে পারিনা। এগুলো সাধারণ ভাবে দর্শনের উপজীব্য কিন্তু দর্শন এখন মৃত। কারণ দর্শন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি, বিশেষভাবে পদার্থ বিজ্ঞানের সাথে। আমাদের জ্ঞাননুসান্ধানে বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কার পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই বইয়ের উদ্দেশ্য সাম্প্রতিক আবিষ্কার এবং তথ্য মতবাদের যে অগ্রগতি হয়েছে তার নির্দেশিত পথে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা। সাম্প্রতিক আবিষ্কার আমাদেরকে মহাবিশ্বের নতুন এক চিত্রের দিক নির্দেশ করে যেখানে আমাদের অবস্থান একদম অন্যরকম, আমরা দু' দশক আগে যা মনে করতাম তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তথাপি এই নতুন চিত্রের ধারণার শুরু বলা যায় এক শতাব্দী আগে থেকে। গতানুগতিক ধারনায় বিশ্বে বস্তু নির্দিষ্ট পথে চলে, তার চলার একটা নির্দিষ্ট ইতিহাস আছে।আমরা প্রতি মুহূর্তে সময়ের সাথে তার অবস্থান নির্ণয় করতে পারি। যদিও প্রতিদিনের কাজ কর্মের জন্য এই ধারণা যথেষ্ট কার্যকর, কিন্তু ১৯২০ সালে দেখা গেল এই সনাতনী ধারণা পরমাণু ও উপ-পরমাণু- বিক (subatomic) স্কেলে প্রত্যক্ষ করা বস্তুর আচরণের ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ। পরিবর্তে দেখা গেল এর ব্যাখ্যার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাঠামোর প্রয়োজন যার নাম "কোয়ান্টাম ফিজিক্স"।কোয়ান্টাম মতবাদ পরমাণুবিক স্কেলে প্রত্যক্ষ করা ঘটনার যেমন সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করে, তেমনি সনাতনী মতবাদের প্রয়োগে দৈনন্দিন ঘটনায় যে ফল পাওয়া যায় কোয়ান্টাম ধারনার প্রয়োগ অনুরূপ সঠিক ফল দেয়। যদিও কোয়ান্টাম মতবাদ ও ক্লাসিক্যাল মতবাদের ভিত্তি সম্পূর্ণ আলাদা ভৌত বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোয়ান্টাম মতবাদ অনেক বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।কিন্তু সম্ভবত রিচার্ড ফাইন ম্যান প্রদত্ত ধারণা বেশী উপযোগী।তিনি এক মজার চরিত্র; তিনি ক্যালিফোর্নিয়া টেকনোলজি ইন্সটিটিউট এ কর্মরত ছিলেন, কাজের ফাঁকে রাস্তার কোনে বংগ ড্রাম বাজাতেন। ফাইন ম্যানের মতে কোন বস্তুর একটিমাত্র ইতিহাস থাকেনা, থাকে অনেক সম্ভাব্য বিকল্প ইতিহাস। আমাদের জ্ঞান অন্বেষণে আমরা ফাইন ম্যানের ধারণার বিস্তৃত আলোচনা করব এবং এর প্রয়োগে বিশ্বের একটিমাত্র ইতিহাসের বদলে সম্ভাব্য বিকল্প অনেক ইতিহাস ও বিশ্বের স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা করব। বিষয়টা অনেক পদার্থবিদের কাছেও খুবই মৌলিক মনে হয়। আসলেই বর্তমান বিজ্ঞানের অনেক ধারণার সংগে এ সংগতিপূর্ণ নয়, এগুলি সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান যা বিস্ময়কর টেকনোলজি দ্বারা আহরিত আমাদের পরমাণু ও মহা বিশ্বের গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া জ্ঞান থেকে পৃথক। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের আগমনের পূর্বে ধারণা করা হত বিশ্ব সম্পর্কে সকল জ্ঞান সরাসরি দেখার মধ্যমে পাওয়া স্তব।যেমনটা আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সাফল্য যা ফাইন ম্যানের মত বিজ্ঞানীদের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার সাথে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় বুঝা গেল ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।কাজেই বাস্তবতার সরল ধারণা আর আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের বাস্তবতা এক নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা ভাল থেকে ক্রমান্বয়ে আরও ভাল মতবাদ বা মডেল আবিষ্কার করেছি, সেই প্লেটো থেকে নিউটন, তারপরে কোয়ান্টাম মতবাদ। তাহলে প্রশ্ন আসে এভাবে অগ্রসর হতে হতে আমরা কি শেষ পর্যন্ত বিশ্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত মতবাদে পৌঁছাতে পারব, যেখানে থাকবে সকল বলের সংশ্লিষ্টতা, থাকবে আমরা যা কিছু ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি? নাকি এভাবেই আরও ভালকে খুঁজতে হবে?এর নিশ্চিত উত্তর এখনও আমরা জানিনা। তবে

যদি এমন কোন চূড়ান্ত মতবাদ থাকে যা সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম তেমন মতবাদ হবে M- মতবাদ (M-Theory)। এই মতবাদে আমরা চূড়ান্ত যা কিছু থাকার আশা করি সব থাকবে।M- মতবাদ নিয়েই আমরা বেশি আলোচনা করব। সাধারণত: মতবাদ বলতে যা বোঝায় M- মতবাদ ঠিক তা নয়, এটি এক গুচ্ছ মতবাদের পরিবার। এর এক একটি মতবাদ এক একটি ভৌত অবস্থার বিশেষ পরিসরে ভাল ফল দেয়। এখন M- মতবাদ কি করে বিশ্ব সৃষ্টির প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় এনিয়ে কথা বলব।এই মতবাদ মতে আমাদের বিশ্বটাই একমাত্র বিশ্ব নয়, বরঞ্চ আরও অনেক বিশ্ব শূন্য থেক সৃষ্টি হয়েছে বলে এই মতবাদ ভবিষ্যৎবাণী করে। এদের সৃষ্টির জন্য কোন অলৌকিক সত্ত্বা বা ঈশ্বর- এর প্রয়োজন নাই কারণ বিশ্বগুলো মতবাদ থেকে স্বাভাবিক ভাবে ভৌত নিয়মে চলে আসে। এরা মতবাদের ভবিষ্যকথন মাত্র। প্রতিটি বিশ্বের অনেক সম্ভাব্য ইতিহাস আছে, আছে অনেক সম্ভাব্য অতীত অবস্থা যেগুলো বর্তমান অবস্থার মত। তবে অতীত এ অবস্থার বেশীর ভাগ বিশ্ব আমাদের দেখা বিশ্বের মত নয়। এ বিশ্বগুলোতে কোন প্রকারের প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।কেবলমাত্র অতি অল্প গুটিকয় বিশ্বে আমাদের মত প্রাণ থাকতে পারে।এজন্যে আমাদের অস্তিত্ব অনেক বিশ্বসমুহের মধ্যে এগুলোকে বিশেষভাবে নির্বাচন করে। যদিও আমরা বৈশ্বিক স্কেলে ক্ষুদ্র এবং নগণ্য, এক অর্থে আমরা সৃষ্টির রাজাধিরাজ। গভীর ভাবে বিশ্বব্রহ্মান্ডকে বোঝার জন্যে আমাদের শুধু এ কেমন করে এরকম আচরণ করে তা জানলে চলবেনা, কেন এরকম আচরণ করে তা জানাও প্রয়োজন:

Why is there something rather than nothing?
Why do we exist?
Why this particular set of laws and not some other?

এগুলিই হচ্ছে অন্তিম জিজ্ঞাসা-- জীবন, বিশ্ব, সব কিছু সম্পর্কে।

খেলা- ধুলাঃ

বাংলাদেশ দক্ষিন আফ্রিকা-২০১৫

ওমর খালিদ রুমী

প্রথম টি ২০ তে বাংলাদেশ দল হঠাৎ করেই মনে হল ধরাশায়ী হল। এরকমটা আশা করা যায়নি। তবে দক্ষিন আফ্রিকা দল যেহেতু দুর্ধর্ষ একটি দল ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যে খুবই মুশকীল সেটাই প্রমানিত হল। ৫ই জুলাই মিরপুরের পিচে ওরা ব্যাটিং করে ৪টি উইকেট

খুইয়ে ১৪৮ রান করে ফেললে মনে হল টার্গেট খুব বেশী নয়। কিন্তু আমরা ব্যাটিং করতে গিয়ে টাল মাটাল হয়ে গেলাম। একের পর এক ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে এল। সাকিব ২৬ আর লিটন ২২ ছাড়া আর কোন স্কোর বলার মত ছিল না। মাত্র ৯৬ তে অল আউট। সবাই বিস্মিত। বোঝা গেলে পরের দিনগুলো কঠিন হয়ে দাড়াবে আমাদের জন্যে। বিশেষ করে দেখা গেল ওদের নতুন ফাষ্ট বোলার রাবাদাকে। দুর্দন্ত সুইং করেন। রবাদা আর উইস এর কারনেই বাংলাদেশ এর দুর্গতি হল। দ্বিতীয় টি ২০ ছিল জুলাইরের ৭ তারিখ। এই দিনও হারলাম আমরা। ওরা ৩১ রানে জয় পেয়ে গেল। ডি কক ৪৪, ডি ভিলিয়ার্স ৪০ আর মিলার ৩০ রান করায় ওদের স্কোর দাড়াল ১৬৯/৪, আমাদের ব্যটিংয়ে সৌম্য ৩৭, মুশফীক ১৯ আর রনী তালুকদার ২১ রান করায় স্কোর গিয়ে ঠেকল ১৩৮ এ। ওদের অ্যাবট একাই ৩টি উইকেট নেয়ায় আমাদের এই পরিনতি হল। আমাদের বোলারদের মধ্যে নাসিরই দুটো উইকেট পেয়েছিল। আসলে এই স্বল্প পরিশরের ক্রিকেটে আমাদের বোলাররা কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। কেউই ঠিক মত কনসেনট্রেট করে বোলিং করতে পারেনি। ব্যাটসম্যানদেরও ঐ একই অবস্থা । তবে সেই তুলনায় ৫০ ওভারের খেলাগুলোতে এসে বাংলাদেশ দল কিছুটা হলেও শক্তি পেলো। ১০ই জুলাই প্রথম ওয়ান ডেতে প্রথমে ব্যাট করতে এসে আমরা ১৬০ রানে অল আউট হয়ে গেলাম। সাকিব ৪৮, সৌম্য ২৭, মুশফীক ২৪, আর নাসির ৩১ রান করলেও সেটা সুবিধাজনক হল না । রাবাদা এদিন ৬টি উইকেট নিয়ে নেয়াতে আমাদের দুর্গতির চুড়ান্ড় হল। ওকে ভালো করে কেউ খেলতে পারলোনা। ওরা ব্যাট করে ১৬৮ রান তুলে ফেলল অনায়াসে । কক ৩৫, ডুপেসী ৬৩ আর রোসো ৪০ রান করল। ১২ জুলাইতে দ্বিতিয় ওয়ান ডেতে এসে শেষ মেষ বাংলাদেশ জয়ের মুখ দেখল। এদিনের চমক ছিল বাংলাদেশ দলের নতুন প্লেয়ার মুস্তাফিজুরের দুর্দান্ত বোলিং। যে ভ্যারিয়েশণ দিয়ে সে বল করল আফ্রিকানরাও তার মোকাবিলা ঠিক মত করতে পারলোনা । নাসির ও রুবেলও ভাল বোলিং করল। মুস্তাফিজ পেলো ৩টি, নাসির ৩টি আর রুবেল দুটি। ওরা ১৬২ রান তুলতে পারলো। আমলা ২২, ডুপেসী ৪১ আর বেহারদেন ৩৬ রান করল। আমাদের সৌম্য ৮৮ আর মাহমুদুলাহ ৫০করাতে অনায়াসে আমরা জয় পেয়ে গেলাম ৭ উইটে, তৃতীয় ওডি আই ১৫ জুলাইতে। এদিনও আমরা ৯ উইকেটে জয় পেলাম। বোলারদের কনফিডেন্স লেভেল উচুতে থাকায় প্রথমত আমরা ওদের কম রানের মধ্যেই নামিয়ে দিতে পালাম। মুস্তাফিজ এদিনও ওর ভ্যারিশেন দিয়ে প্রথমেই আঘাত হানলো । সাকিব আর রুবেলও যোগ দেয়াতে ওরা ব্যাটিংয়ে একদমই সুবিধা করতে পারলোনা। মুস্তাফিজ ২, সাকিব ৩ আর রুবেল ২টি উইকেট পেলো। ওদের ডুমিনি ৫১, আর মিলার ৪৪ রান করায় শেষ মেষ স্কোর দাড়াল ১৮৯, ব্যাটিংয়েও আমাদের ছেলেদের কনফিডেন্স লেভেল উচুতে থাকায় সৌম্য এদিনও ৯০টি রান দিল সংঙ্গে তামিম ৬১টি রান যোগ করলে ১৭টি রান হয়ে গেলো খুব সহজেই। ২১শে জুলাই প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি ছিল চট্টগ্রামে। মুস্তাফিজ আর জুবায়ের দুজনে মিলে দুর্দান্ত বোলিং করায় দক্ষিন আফ্রিকার ইনিংস ২৪৮ এই শেষ হয়ে গেল। ওদের বাভুনা ৫৪ আর ডুপেসী ৪৮ করায় ওরা রান কিছু পেল। এলগারও করেছিল ৪৭। আমাদের ব্যাটসম্যানরা দ্বিতীয় দিনে মোটামুটি ভালই ব্যাটিং করল। বোর্ডে রান উঠল ৩২৬। টার্গেটটা একটু বাড়ল মনে হল। তামিম ৫৭, ইমরান ২৬, মাহমুদুলাহ ৬৭, সাকিব ৪৭, মুসফীক ২৮ আর লিটন ৫০ এর মধ্যে দিয়ে মোটামুটি সবাই ব্যাটিং ভাল করল। ওদের স্টেইন আর ফিল্যান্ডার ভাল বোলিং করলেও খুব একটা সুবধি করতে পারল না। কিন্তু সমস্যা হল অন্য যায়গায়। দক্ষিন আফ্রিকা ব্যাটিং দ্বিতীয়বারের মত শুরু করতেই বৃষ্টি এসে বাধা দিল। খেলা হল পন্ড। শেষ মেষ ড্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। ৩০শে জুলাইর দ্বিতীয় টেষ্টেও একই কান্ড হল। বাংলাদেশ দল ২৪৬/৮ এ পৌছানোর পরই বৃষ্টি এসে আঘাত হানলো। আর খেলা হল না । ৫০ওভারের খেলা আর টেষ্ট মিলে বাংলাদেশ দলের কিছুটা হলেও পারফরমেন্স ভালই ছিল। বিশেষ করে সাউথ আফ্রির মত দুর্ধর্ষ দলের বিরুদ্ধে। নতুন চমক এবার মুস্তাফিজ এসে দলের বোলিংয়ে শক্তি বাড়িয়ে দেয়াতে সেটা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারল। ভবিষ্যতের জন্যেও সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাটসম্যানদেও কনফিডেন্স ও বেশ অনেকটাই চড়ে গেল এত বড় একটা দলের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলে।

চিকিৎসা নিয়ে কথাবার্তা

What age should I bring my child to see an orthodontist?

I am often asked this question almost every week. Generally speaking, it is best to wait till the adult upper and lower front teeth have erupted. As a parent, you would be able to recognize this as the adult front teeth on the upper and lower are significantly larger than the baby teeth. This is usually around the age of 7-9 years, depending on the teeth development. A few guidelines also determine if you should see an orthodontist ie:

1. Has 1 tooth erupted and the same tooth on the other side has not come down for more than 6 months.

2. Do you see a large overlap of the upper front teeth over the lower teeth or does your son or daughter have a large overbite or underbite?

3. Does your son or daughter have a narrow upper jaw? This may be obvious if you see his/her upper teeth biting inside of the lower teeth.

4. Are the edges of the upper & lower front teeth in crossbite or biting together? Often, we see the beginnings of uneven wear of the edges of the front teeth because of this.

The American Association of Orthodontists has published a set of guidelines of conditions that would benefit from an early assessment by an orthodontist. The picture below is adapted from their website and provide an easy to see visual summary.

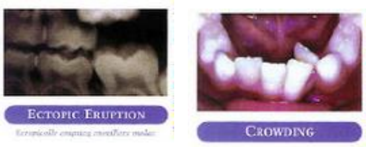

Upon speaking with dentists, I am also aware that some parents have the view that if their son or daughter would need braces anyway, what benefit is there to seeing an orthodontist anyway, ***before*** all adult teeth have erupted. There are situations where early orthodontic treatment has significantly reduced the need for future orthodontic treatment (below).Before:

After:

Before:

After:

Before:

After:

In many cases, in fact this is so. Occasionally, braces would be required in as well to achieve a significant improvement in one's smile. If so, this would be communicated with you ***before*** the start of treatment so you have all the information needed to make the best decision for your son or daughter. In the instance where early orthodontic treatment followed by braces is required, you would find that our monthly instalments are similar as compared to a braces only payment plan. This is to acknowledge the longer treatment time and therefore the interest free payment plan terms that we provide, to make it easier on your budget. Our aim here is to create beautiful and healthy smiles that make a difference in people's lives and we are about serving you to meet your needs and answer any questions you may have, to allow you to make the best decision for your child. If you have any questions, please do not hesitate to use the comments section below. You may also either call us on 02-8814-9941 or request a consultation appointment through our online booking form at http://www.greatsydneysmiles.com.au.

Kind regards,

Dr Andrew Chang

স্মৃতি সড়কের মোড়ে মোড়ে

ইমতিয়াজ কাসেম রিশা

মোড় ১:

বাসার টিনের চালে ঝমঝম অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। পেয়ারা আমের ডালপালার ঘষায় টিনের চালের বৃষ্টি-শব্দ এবং বিদ্যুত চমকের শব্দ মিলিয়ে যেন বীটভেনের ধমকানো সিম্ফনি। আমার তখন ভয়ডর বলে কিছু ছিলনা। খালি গায়ে, খালি পায়ে শুধুমাত্র একটা হাফ প্যান্ট পড়ে এক দৌড়ে বাসার সামনের কাঁচা রাস্তায়। কাঁচা রাস্তার কাঁদা মাটি বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল। পিছলা রাস্তার মজাই আলাদা। দৌড়ে এসে ছেল্লা মেরে পড়ে গেলেই অনেক দূর পিছলে যাওয়া যায়। এরই মধ্যে রাস্তায় নেমে এসেছে কালা, অমল, সুবিনয়, নুরুল হক এবং আমার বড়ভাই তুষার। শুরু হয়ে গেল সাবালিয়ার ছেল্লা চ্যাম্পিয়নশিপ। কে কত দ্রুত কত দূর ছেল্লা খেতে পারে। আমাদের কারণে কাঁচা রাস্তা আরো বেশি পিচ্ছিল হয়ে উঠছে। ভীত পথচারীরা অনেকেই ছাতা মাথায় কাপড় বাঁচিয়ে হাঁটছে আর রেগে যাচ্ছে। পদা নাপিত হাঁটুর ওপর ধুতি উঠিয়ে আঙ্গুল টিপে টিপে কোনরকমে যুতসই মত শক্ত মাটি খুঁজে খুঁজে পা ফেলছে আর গজগজ করে আমাদের শাপান্ত করছে। এর মধ্যে নুরুল হকের বিশাল ছেল্লায় আমরা সবাই অবাক। ব্যাটা নির্দিধায় চ্যাম্পিয়ন। মেম্বার বাড়ির কোনা থেকে এক ছেল্লায় মন্দিরের কাছের তাল গাছটার নিচে। রেকর্ড ছেল্লা। কিন্তু সমস্যা বাঁধলো আরেক জায়াগায়। নুরুল হকের ছেল্লার আঘাতে পদা নাপিত ধরাশায়ী হয়ে কাঁদা মাখামাখি। মন্দের ভালো মন্দির ঘরের সামনেই তার কপাল মাটিতে ঠুকলো - অনিচ্ছাতেও প্রতিমা প্রনাম হয়ে গেল। পদা নাপিতের পতন দৃশ্যের কারণে আমাদের হাসির দমকের শব্দ বৃষ্টি-সিম্ফনিতে নতুন মাত্রা এনে দিল। পদা কাকা তখন পরি মরি করে কাঁদা সামলে উঠে আমাদের কাউকে ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার পিছলে পড়ে গেলেন। বেচারার বুড়ো হাড় ভাঙলে জোড়া লাগা কঠিন হবে। আমরা কি আর এত কিছু বুঝি? ততক্ষণে অবশ্য আমার খানিকটা ভয় ভয় লাগা শুরু হয়ে গেছে। পদা কাকা যদি বাসায় নালিশ করে আমাদের দুই ভায়ের খবর আছে।

মোড় ২:

আর সবার মত আমাদেরও একটা নানুবাড়ি ছিল। সে বাড়িতে টিনের চালের উপর টক স্বাদের বড় বড় আমের একটা গাছ ছিল। বৈশাখী ঝড়ের রাতে যখন লম্বা গাছার উপর বসে থাকা দোয়াতের মিটি মিটি আলোর কাছে একটা দুইটা পোকা ঘুরঘুর করত, ঠিক তখন টুপটাপ আম পড়ার শব্দ কানে আসতো। ইন্দারার পাশের গাছটার কাঠাল ছিল বিশাল বিশাল। পাক ঘরের বাইরেও দুইটা চুলা ছিল। চুলার ওপর একটা আতাফল গাছ। সেই গাছের মগডালে ঝিম মেরে বসে থাকতে দেখেছি কালো-বাদামী রঙের কানাকুক্কা। বড়নানির (বড় নানী মানে নানার বিধবা বড় বোন) ঘরের পাশে গরুর ঘাস-খ্যার খাবার জন্য বাঁশ দিয়ে উঁচু করে বাধানো বিশাল মাটির চারী। এর পাশেই গোয়াল ঘর এবং একটা চমৎকার লেবু লেবু গন্ধের জাম্বুরা গাছ আর একটা পেয়ারা গাছ। গোয়াল ঘর আর বড় ঘরের ফাঁকা জায়গা দিয়ে বাড়িতে ঢোকার আঁকাবাঁকা পথ - পাট শোলার ব্যাড়া। বাইরে বাইরবাড়ি এবং রাস্তার কাছাকাছি একটা জাম গাছ। আহ সেই জাম গাছটা। মোটাসোটা কালো কালো জাম - ডালে বসে জিহ্বা কালো করার জাম গাছটা। বাইরবাড়ির উঠান বোঝাই গাছসমেত মাসকলাই ছড়িয়ে রাখা। বড় ঘরের বাইরের দিকের কোনায় একটা খেজুর গাছ। শীত কালের এই গাছের রসের মৌমৌ গন্ধ নানুর রান্না করা লালচে পায়েশ। রাস্তার ওপারের নিচু জমি বোঝাই পেয়াজের কলি, লাউ লতা, ধনিয়া গাছ। চোখ বুঝলেই সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে - তিরিশ চল্লিশ বছরের সময়-নদীর উজান বেয়ে পেয়াজের কলি কিংবা লাউএর লতার গন্ধ নাকে এসে লাগে। আমার কি জানি কি হয় - আমি কেঁদে ফেলি।

মোড় ৩:

শৈশবে কচুরিপানার জলজ মূলে খুনসুটি করা রাগা মাছদের বড়শিতে গেথে তুলে এনেছি ডাঙায় এবং ট্রাকের চাকার নিচে পিষ্ঠ করে হত্যা করেছি। শৈশবেই ছিলাম নির্মম হত্যাকারী। একদিন সারাদিন এয়ারগান নিয়ে ঘুরেও একটাও পাখি মারতে পারিনি। ঘারিন্দায় এক অজানা গাছের ডালে বসে থাকা নির্বাক শকুনকে করেছিলাম টার্গেট। তিনটা কিংবা চারটা গুলি করেছিলাম। প্রতিটাই লেগেছিল শকুনের বুকে - একটা দুইটা সাদা পালকও উড়েছিল শকুনের বুক থেকে, কিন্তু শকুনটা এক চুলও নড়েনি। ঠায় তাকিয়েছিল আমাদের দিকে - বন্দুকের দিকে। ভয় পেয়েছিলাম খুব - এক দৌড়ে ঘারিন্দা ছেড়েছিলাম। কিছুদিন পরে টাঙ্গাইল বন্যায় ভেসে গেল। ১৯৮০র বন্যা। চারিদিকে পানি। পি টি আই স্কুলের মাঠ কিছুটা শুকনা ছিল। মাঠ বোঝাই সারি সারি ইটের স্টকপাইল। স্টকপাইল এর ফাকে ফাকে সুরঙ্গের মত ফাঁকা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল অনেক শেয়াল। সেইসব শেয়ালদের তাড়া করে দড়ির ফাঁদে বেধে অত্যাচার করেছি - হত্যা করেছি। কেউ নিষেধ করেনি। নিরাপরাধ কত সাপ মেরেছি। অধিকাংশই ছিল নির্বিষ সাপ। প্রকৃতির কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি উপরুক্ত পাপকর্মের জন্য।

মোড় ৪:

পিটিআই স্কুল আমার শৈশব রাজ্যের রাজধানী। এই রাজধানীর সবচে পুরনো যে ছবিটা আমার মনোপর্দায় সেঁটে আছে তাতে সিএন্ডবি জামতলা থেকে রূপসী (সিনেমা হল) বটতলা পর্যন্ত যে রাস্তা, সে রাস্তার সমান্তরালে একটা খাল। খালটা বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে নির্জলা - জীবনের চিহ্নহীন নিম্নভুমির এক সরলরেখার মতন। জামতলা থেকে শুরু হয়ে খালটা বন্ধু মাসুদের বাসার পেছনের কাছাকাছি কচু - কচুরিপানাময় একটা ডোবায় গিয়ে শেষ। ডোবার কাছে পিটিআই প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের হোস্টেল। হোস্টেলের গা ঘেষে একটা দুইটা কদম গাছ। কদম ফুলের গন্ধ মাখা বর্ষার প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা যখন মরা খালটার শুকনা গায়ে পড়ে - খালটা তখন নড়েচড়ে ওঠে। বাতসরিক যৌবনের রঙিন ডাক তার শরীরে, পাড়ে এবং

তলদেশে পৌঁছায়। শুকনা খালটা তখন অন্তরে জলজ যৌবনের ঢেউ টের পায় - চোখ মুঁদে দেখতে পায় সারা শরীরে তার শীতল কালো পানি, নানা রকম জলজ উদ্ভিদের ভিড়ে সবুজ কচুরিপানার মাথায় সাদা বেগুনি খোঁপা-ফুল, অস্থিরমতি জলজ পোকাদের ইতিউতি ছোটাছুটি, রূপসী জল সাপেদের হলুদ-কালো কোমর দোলানো নৃত্য-সাতার, এক ঝাঁক সন্তান সন্ততি সাথে নিয়ে খাবারের খোঁজে মা শৈল মাছ, রাগা মাছেরা খুঁজছে পরিস্কার পানি নিজেদের বদনাম ঘুচাবে বলে। এই অপূর্ব জলজ জীবনের স্বপ্নে বিভোর খালটার একদিকে জামতলা থেকে বটতলা অবধি ইটের রাস্তা, যত্নের অভাবে যাকে কাঁচা রাস্তাও বলা চলে। রাস্তার ওপারে সিএন্ডবি স্টোর এবং সিএন্ডবি কোয়ার্টার।

সিএন্ডবি কোয়ার্টার এর কোনো একটা বাড়িতে থাকে রফিক টিক্কারা। ওরা সব ভাই দুর্দান্ত ফুটবল খেলে এবং ঘুড়ি উড়ানোতেও দারুন ওস্তাদ। আমাদেরই বয়েসী মাসুদদের বাসা থেকে একটা ছোট গলিমতন কাঁচা সরু রাস্তা জামতলা-বটতলা রাস্তা থেকে বাঁ দিকে ঢুকে গেছে। এই ছোট গলির প্রথম বাসা মাসুদদের এবংপরেরটা পিন্টুদের। তারপর আরো কিছু বাড়ি। সবই টিনের ঘর। এই বাড়িগুলোর পূব পাশে উত্তর-দক্ষিন বিস্তৃত নিচু একটা লম্বা দেয়াল। মাসুদ এবংপিন্টুদের বাড়ির মাঝখানের খালি জায়গা দিয়ে এই দেয়ালটা টপকালেই আমার রাজধানী - আমার পিটিআই স্কুল। দেয়াল টপকানোর জায়গাটা চমৎকার। এখানে মার্বেল, সিগারেটের প্যাকেট বাজি ধরা খাপ খেলা ইত্যাদি খুব চলে। খেলতে খেলতে ঝগড়াও লেগে যায় মাঝে মাঝে। ঝগড়ায় অবিরল ধারার মত বর্ষিত হয় জন্মসূত্র বিষয়ক কর্ণ উত্তাপ্কারী সৃষ্টিশীল নানান গালিগালাজ। দেয়ালের ওপারে পিটিআই হোস্টেলের রান্না ঘর যেখানে বড় বড় হাড়িতে বিশাল আয়োজনের রান্নাবান্না হয়। মাসুদদের বাসার সামনের সরু রাস্তটা কিছু দূর সোজা গিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তায় মিলে যায়। এই জায়গাটায় পিটিআই এর বাউন্ডারী ওয়াল বেশ উঁচু - টপকানোর জন্য ভালো কসরত করতে হয়। দেয়ালের ওপাশে বিশাল একটা তেঁতুল গাছ, কিছু আতাফল গাছ, একটা ঘন অন্ধকারময় গাব গাছ এবংকিছু কাঁঠাল গাছ। এ ছাড়া পুকুর পাড়ের কিঞ্চিত ঝুঁকে পড়া তাল গাছটা। একটু খানি ফাঁকা জায়গার পরে পুকুরের কোনা বরাবর সেলিম ভাইদের (সায়িদ স্যারের ছেলে) বাসা এবংপরেরটা জজ পেইটক্যাদের বাসা - দোচালা চৌচালা টিনের ঘরের বাসা। বাউন্ডারির বাইরের লাগোয়া কোনার বাসাটায় অনেক গাছগাছালি - একটা জামরুল গাছও ছিল। টসটসে ডাসা স্ফটিক শিলাখন্ডের মত আদুরে আদুরে জামরুল। আমরা মানে মাসুদ, জজ পেইটক্যা, পিন্টু, শামিম এবংআমি সারাদিন এই গাছপালাময় পুকুরসমৃদ্ধ রাজ্যটাতে রাজত্ব করে বেড়াই। স্কুলটাতেই পড়ি এবংক্লাস শেষে প্রায়শই কাপড়চোপড় বইপুস্তক পাড়ে ফেলে রেখে এক ঝাপে ডুব সাতারে মাঝ পুকুর।

মনের নাচন

গীতি কবিতায় -- রফিক খান

সে কোথা ছিল
কোথা এলোরে,
চিনিনি আগ
দেখিনি তাকে,
তবুও আপন হলোরে।
মায়ার বাধনে, প্রেমের সাধনে,
এমন কেড়ে নিলরে।
হৃদয় গগণে, কুসুম কাননে,
কুসুম সুবাস দিলোরে।
চোখের পলকে, হাসির ঝলকে,
রঙের খেলা খেলোরে।
নিবিড় আধারে
ছোট্ট কুটীরে
পূলক ছোয়া এলোরে ।
ফাগুন বাতাসে,
প্রেমের উদাসে,
এ কিসের নাচন দিলোরে।

স্বপ্ন

জেসমিন শফিক

অবাক আকাশে কি দারুন দৃশ্য
পাখিরা যাচ্ছে উড়ে
সেই ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীদের দেশে
মেঘের মিনার ডিঙিয়ে
জলে ডুবু ডুবু রবির আলো ছুয়ে
নিঃসীম সাগরের হুহু বাতাসে গা ভাসিয়ে
কতদূর আর কতদূর যাবে ওরা?
ক্লান্তি কি এসে বসবে ওদের ঝলমলে ডানায়?
রঙিন পৃথিবী কি বলবে ওদের "অনেক অনেক তো উড়লে. .
এবার একটু বিশ্রাম নাও
হয়ত বলবে ওরা "বিশ্রাম নয়. .
আরো বহুদূর যে যেতে হবে"
লাল কমল আর নীল কমলের দেশে
ওরা যে আছে অপেক্ষায়
সুনীল আকাশে মেলে চোখ
সুয়ো রানী আর দুয়ো রানীদের এড়িয়ে
কল্পনার ভেলায় ভেসে ভেসে
ওরা অপেক্ষায় আছে দিন রাত
কবে কখন রক্তিম আকাশের পাঁজর ভেদ করে আসবে যে পাখীর দল
কিচির মিচির শব্দে বলবে. .
আর ভয় নয় আর প্রতিক্ষা নয়
এবার যে উঠবে রাঙা সূর্য্য
ভেঙ্গে যাবে বাধার দেয়াল
ওঠো! ! জাগো! ! সময় যে আর নেই
গড়ে তোলো এক নুতন পৃথিবী
ভেদাভেদ হীন এক উজ্জল আলোর জগৎ । ।

আশুরার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং এই দিনে রোজা রাখার ফজিলত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর নামে শুরু করছি

হিজরী সনের প্রথম মাস হচ্ছে মহররম . এ মাসের ১০ই মহররম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন. এই দিনকেই আশুরা বলা হয়. আরবীতে দশকে আশরা বলা হয়, তার থেকেই আশুরা. ইতিহাসে এদিনে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমূহ ঘটেছিল:

১. হযরত মুসা (আ:) ও তার সঙ্গীদেরকে আল্লাহ মিসর থেকে বের করে নিয়ে আসেন এবং ফেরাউন ও তার সাথীদেরকে নীল্ নদে ডুবিয় মারেন. কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাইয়েদেনা মুসা (আ:) এ দিন রোজা রাখেন.

২. আল্লাহ এদিনে হযরত আদম (আ:) এর তওবা কবুল করেন.

৩. এদিনে আল্লাহ নূহ (আ:) ও তার সাথীদেরকে মহা প্লাবন থেকে রক্ষা করেন.

৪. এদিনেই আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম (আ:)কে নমরুদের আগুন থেকে বের করে নিয়ে আসেন.

৫. এদিনে আল্লাহ হযরত মুসা (আ:) এর সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং তাকে আল্লাহর নির্দেশাবলী দেন.

৬. এদিনেই আল্লাহ হযরত আইয়ুব (আ:)কে সুস্থ করে তোলেন.

৭. এদিনেই আল্লাহ হযরত ইউসূফ (আ:)কে তার পিতা ইয়াকুব (আ:) এর সাথে মিলিত করেন.

৮. এদিনেই আল্লাহ হযরত ইউনুস (আ:)কে মাছের পেট থেকে রক্ষা করেন.

৯. এদিনেই আল্লাহ হযরত ঈসা (আ:)কে জান্নাতে উঠিয়ে নেন.

১০. এদিনেই মহান আল্লাহ আমাদের প্রিয় নবীর আদরের নাতি হযরত ইমাম হুসাইন (র:) কে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন.

আশুরার দিনের রোজা সম্পর্কে হাদিসের গ্রন্থ সমূহে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে. এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো.

ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেছেন, নবী (স:) (হিজরত করে) মদিনায় এসে দেখলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোজা রাখছে. তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি ধরনের (রোজা)? তারা জবাব দিল, এটি একটি পবিত্র দিন. এ দিন আল্লাহ দুশমন থেকে বনী ইসরাইলকে নাজাত দিয়েছেন. তাই এদিন মুসা (আ:) রোজা রেখেছেন. নবী (স:) বললেন, তোমাদের তুলনায় মুসার বেশী হকদার হলাম আমি. অত:পর তিনিও রোজা রাখলেন এবং এদিন রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন. (বোখারী ও মুসলিম, তবে এখানে বোখারীর ভাষা উল্লেখ করা হলো)

উপরোক্ত হাদিস থেকে এ কথা মনে হতে পারে যে রাসুল (স:) ইহুদীদের অনুকরণে আশুরার রোজা রাখা শুরু করেছেন. কিন্তু বোখারী শরীফের অন্য এক হাদিস থেকে একথা প্রমাণিত যে রাসুল (স:) নবুয়ত লাভের পূর্বেই আশুরার দিন রোজা রাখতেন. হযরত আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার দিন রোযা রাখতো. জাহিলিয়াতের যুগে রাসুল (স:) ও এই দিন রোযা রাখতেন. (হিজরত করে) তিনি যখন মদিনায় আসেন, তখনও (প্রথমত) তিনি এ রোযা রেখেছেন এবং তা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন. কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরজ হল, তখন আশুরার দিন রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হল. যার ইচ্ছা এর রোযা রাখতো এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত. (হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম দুটি সহিহ হাদিস গ্রন্থেই উল্লেখ আছে)

আশুরার রোযার গুরুত্ব কত বেশী তা বুঝার জন্য নিচের হাদীসটিই যথেষ্ট . আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, 'আমি রাসুল (স:) কে জিজ্ঞেস করলাম, ফরজ নামাজের পর কোন নামাজ গুরুত্বপূর্ন ? তিনি বললেন, মধ্য রাতের নামাজ. আমি জিজ্ঞেস করলাম, রমযানের পর কোন রোযা গুরুত্বপূর্ন ? তিনি বললেন, আল্লাহর মাস যাকে তোমরা মহররম বল.' (আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ)

মুসলিম শরীফের ওপর এক হাদিসে বর্ণিত: রাসুল (স:) যখন আশুরার রোযা রাখলেন এবং ঐদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন, তখন তার সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এটি এমন একটি দিন, ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ যার সম্মান করে থাকে. তখন রাসুল (স:) বললেন, ইনশাল্লাহ আগামী বছর আমরা এই মাসের নয় তারিখে রোযা রাখব. রাবী বলেন, পরবর্তী বছর না আসতেই রাসুল (স:) ইন্তেকাল করলেন.

আশুরার রোযা রাখার ব্যাপারে স্কলারদের মধ্যে তিন ধরনের মত পাওয়া যায়- তিন দিন রোযা রাখা (নবম, দশম ও একাদশ তারিখ), দুই দিন রোযা রাখা (নবম ও দশম তারিখ) অথবা এক দিন রোযা রাখা (দশম তারিখ).

আশুরার রোযা রাখার গুরুত্বের ব্যাপারে রাসুল (স:) এর আর একটি হাদিস উল্লেখ করেই আমার আজকের আলোচনা শেষ করব. রাসুল (স:) বলেন, আমি আশা করি আশুরার দিন রোযা রাখার কারণে আল্লাহ পূর্ববর্তী বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন. (মুসলিম) এ ব্যাপারে স্কলারা একমত যে, গুনাহ বলতে সগীরা অর্থাত ছোট গুনাহ বুঝানো হয়েছে.

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, কেউ যদি কবিরা গুনাহ থেকে বেচে থাকতে পারে তাহলেই কেবল এই ধরনের ইবাদতের মাধ্যমে সগীরা গুনাহ মাফ হবে. এটা এক ধরনের ভুল ধারণা যে, এক দিন রোযা রেখেই সারা বছরের সব ধরনের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাব. যদি কেউ প্রতি দিনের ফরজ নামাজ আদায় করলনা, রমাদান মাসে রোযা রাখলোনা, অথবা গীবত, মিথ্যা বলা, জিনা করা বা এজাতীয় কবীরা গুনাহর সাথে জড়িত থাকলো আশুরার একদিনের রোযা তার গুনাহ মাফের জন্য কোন মতেই যথেষ্ঠ নয়.

বাংলাদেশ মেডিক্যাল সোসাইটি (BMS) অফ নিউ সাউথ ওয়েলস এর বার্ষিক সাইন্টিফিক অধিবেশন ও সাধারণ সভা ২২ আগস্ট ২০১৫ শনিবার

-- ডাঃ শফিক রহমান

সুন্দর রৌদ্র বিধৌত সিডনীর এক মনোরম সকালে ব্যাংকসটাউন স্পোর্টর্স ক্লাব কনফারেন্স হলে আমরা বাংলাদেশী নবীন ও প্রবীন চিকিৎসকরা একত্রিত হয়েছিলাম BMS এর বাষর্িক মিলনমেলায়। বিশাল এই সন্মেলন কেন্দ্রটি চারিদিকে ঝকঝকে তকতকে পরিচ্ছন্ন সাজানো গোছানো। প্রতিবছরের মত সকাল সকাল সবাই আমরা হাজির, চললো রেজিস্ট্রেশনের পালা। কনফারেন্স স্পনসররা সকাল থেকেই সাজিয়ে বসেছিলেন তাঁদের স্টল। এবারের কনফারেন্স এর theme ছিল "Ageing with dignity"। প্রথমেই জুনিয়ার ডাক্তরদের জন্য কিছু গুরুত্বপূণর্ বিষয়ে গ্রুপ সেসন (certifying death, wound care, ECG interpretation, spot diagnosis of skin lesions sessions were taken by A/P Reza Ali, head of Emergency Dept, Blacktown Hospital, Dr Jannatun Nayem, Emergency consultant, Dr Rashid, Specialist GP & Dr Alauddin, Specialist GP) তারপর সারাদিন ধরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের বয়স্ক সেবার বিষয়ে সুচিন্তিত পরিবেশনা, যেমন ডায়াবেটিস - ডাঃ মহিউদ্দিন, কিডনি ফেইলিউর -ডাঃ শফিকুল চৌধুরী, অ্যাডভান্সড কেয়ার - ডাঃ রেজা আলী, Anti coagulant for Non - Valvular AF - ডাঃ রশিদ,বয়স্কদের বিভিন্ন ধরনের ব্যাথা ম্যানেজমেন্ট (chronic pain and ageing) - ডাঃ শেঠি, ডিমেনসিয়া ও বয়স্কদের অন্যান্য মানসিক সমস্যা ম্যানেজমেন্ট- ডাঃ তানভীর, abdominal pain in elderly - ডাঃ শাহরিয়ার।প্রতিটি পরিবেশনাই ছিল interactive ও প্রাণবন্ত। আমাদের বাংলাদেশি পুরোনো ও নূতন প্রজন্মের বিশেষজ্ঞরা সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জল। তাদের সাথে আমরা আমাদের প্রতিদিনের কাজের অভিজ্ঞতা ও knowledge শেয়ার করতে পেরে খুব ভালো লেগেছে, বিশেষ করে নানাবিধ জটিল মেডিকেল সমস্যা যা আমরা GP রা প্রায়ই দেখে থাকি সেসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামশর্ সবার জন্যই উপযোগী ছিল। দিনের মাঝামাঝি ছিলো মধ্যাহ্ন্য ভোজ বিরতি, সবাই চলে গেলাম নীচতলার বিশাল রেস্টুরেন্টে, খাবারও ছিল চমৎকার, ল্যাম্ব বা চিকেন রোস্ট ভেজিটেবল সালাদ তারপর সুস্বাধু ডেজাটর্। এছাড়াও কনফারেন্স চলাকালে প্রতিবেলায় morning tea afternoon tea break এ রকমারী নাস্তা ও অফুরন্ত খাওয়া- দাওয়া চা- কফি তার সাথে

ডাঃ রফিকুর রহমান

ডাঃ রশিদ আহমেদ

ডাঃ নাজমুন নাহার

গল্প-গুজব। অনেকদিন পর অনেকের সাথে দেখা, সময় গড়িয়ে যাবার স্মৃতি রোমন্থন। মনে হল আবার যদি ফিরে যাওয়া যেত আমাদের পুরোনো দিনগুলিতে মেডিকাল কলেজের আঙ্গিনায়। Scientific session এর পর অনুষ্ঠিত হল মেম্বারদের সাধারণ সভা কার্যক্রম। সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন ট্রেজারার ডাঃ জেসমিন শফিক, জেনারাল সেক্রেটারি ডাঃ রশিদ আহমেদ।পরবর্তী বছরের কার্যক্রম আলোচনার পর সবাইকে ধন্যবাদ জানান ডাঃ রফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি এগিয়ে এলো, এরই মধ্যে হল র‍্যাফেল ড্র - ছিল আকর্ষনীয় সব পুরষ্কার - আমাদের স্পনসর Diagnostic Lab এর সৌজন্যে ডিজিটাল ব্লাড প্রেসার মেসিন সহ অন্যান্য ডাক্তারি সামগ্রী। পুরষ্কার প্রাপ্তরা বিশেষ করে আমাদের জুনিয়ার ডাক্তাররা খুবই খুশী। ব্যস্ততার মধ্যে কখন যে সময় চলে গেল বুঝতেই পারলামনা। এল বিদায়ের পালা, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছুটলাম বাড়ীর পথে। আবার প্রতিক্ষায় রইলাম আগামীবারের BMS কনফারেন্সের জন্য। প্রতিবছর এধরণের একটি বিরাট আয়োজন করবার জন্য BMS বিশেষভাবে education subcommittee কে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছবি তুলেছেন ডাঃ মেহদী ফারহান

রান্না- বান্না

অনথন

Adapted from রান্না- বাণ্ণা ও বিউটি টিপস facebook page.

উপকরণ : কর্নফ্লাওয়ার সিকি কাপ, ময়দা দেড় কাপ, ডিম ২টি, লবণ সিকি চা- চামচ।

পুরের জন্য : মুরগির মাংসের কিমা আধা কাপ, চিংড়ি মাছের কিমা ১০০ গ্রাম, গাজর (ঝুরি করা) সিকি কাপ, বাঁধাকপি (ঝুরি করে কাটা) পৌনে এক কাপ, পেঁয়াজ কুচি ৪ টেবিল চামচ, আদা কুচি ১ চা- চামচ, রসুন কুচি ১ চা- চামচ, লবণ আধা চা- চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ৫টি, সয়াসস ১ চা- চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা- চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ২ চা- চামচ, তেল ২ টেবিল চামচ, ভাজার জন্য (যদি কেউ ভাপে সেদ্ধ করে খেতে না চান)।

প্রণালি : দুটি ডিম ফেটে নিন। এখান থেকে ২ চা- চামচ ডিম মুরগি ও চিংড়ির কিমার সঙ্গে ভালো করে মেখে নিন। বাকি ডিম ময়দার জন্য রেখে দিন। কিমার সঙ্গে আধা চা- চামচ লবণ, গোলমরিচ গুঁড়া, কর্নফ্লাওয়ার ও সয়াসস মিশিয়ে মেখে রেখে দিন কিছুক্ষণ। ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও রসুন হালকা বাদামি করে ভেজে আদা কুচি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাজুন। এবার কিমার মিশ্রণ দিয়ে ভালো করে নেড়ে খানিকটা কষিয়ে নিন। কিমার পানি টেনে এলে বাঁধাকপি ঝুরি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ুন। কপি মজে এলে গাজর ঝুরি ও কাঁচা মরিচের কুচি দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। বেশ খানিকটা ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে রাখুন। বাটিতে ১ কাপ ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার ও লবণ মিশিয়ে নিন। এবার বাকি ডিম দিয়ে ময়দার সঙ্গে পরিমাণমতো সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন। ময়ান যেন শক্ত হয়।

রুটি বেলার পিঁড়িতে বা টেবিলে ময়দা ছিটিয়ে চারকোনা রুটি বেলুন। ছুরি দিয়ে লম্বায় ৭ সেন্টিমিটার দূরে দূরে দাগ কাটুন। এভাবে আড়াআড়ি ও ৭ সেন্টিমিটার দূরে দূরে দাগ কেটে চারকোনা টুকরা করুন। প্রতি টুকরার এক কোনায় কিমার মিশ্রণ (আন্দাজমতো) দিয়ে কিমাসহ কোনা দুবার মুড়িয়ে নিন। তরপর দুহাতে তুলে নিয়ে (ভাঁজ যেন নিচের দিকে থাকে) হাতের দুকোনা একটির ওপর অন্যটির কিছু অংশ রেখে চেপে দিন। অনেকটা প্রজাপতির মতো দেখাবে। তেলে সোনালি করে ভেজে তেল ছেঁকে উঠিয়ে ডিশে সাজিয়ে সসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন। যাঁরা তেলে ভাজা খেতে পছন্দ করেন না, তাঁরা ইচ্ছা করলে ভাপিয়ে নিয়েও খেতে পারেন।

ANOTHER JOURNEY: ROKEYA SULTANA, MEHWISH IQBAL, NEGIN CHAHOUD

Exhibition opening: 6pm – 8pm Thursday 22 October 2015
Exhibition dates: 22 October – 14 November 2015

Rokeya Sultana

International artist-in-residence Professor Rokeya Sultana (Bangladesh) joins two talented Western Sydney artists Mehwish Iqbal (Pakistan) and Nagin Chahoud (Iran) in a new exhibition of print, installation and video works at Blacktown Arts Centre.

Professor Sultana led Mehwish Iqbal and Negin Chahoud in the creation of new works through a residency at the prestigious Cicada Press, a custom printing workshop within the University of New South Wales Art & Design Department.

The three artists explore themes including migration and the role of women and children in contemporary society. The exhibition at Blacktown Arts Centre will showcase the intricate works of these three outstanding print-makers.

“The theme of my video installation for Blacktown Arts Centre is migration and part of the narrative is [my mother’s story]. She left her home in India, and came to Pakistan after her marriage,” says Professor Rokeya Sultana. “I could hear her hum or sing while she worked at home. Sometimes her singing would turn into sobs. As a 5-year old girl I did not understand the emotion behind the words, but I felt her pain and sorrow. Her sorrows haunted me my whole life. This is the story of every first generation migrant. Be it a mother, or a father.”

Mehwish Iqbal, a Highly Commended artist in the 2014 Blacktown City Art Prize, will exhibit new print works in the exhibition.

“My work is generated from my personal experiences of social, cultural and political landscapes in the country of my birth, Pakistan, and my home, Australia,” says Mehwish.

The artists will be giving workshops and talks to the Blacktown community during the exhibition, and through a link with The Ponds Community Hub.

ABOUT THE ARTISTS

Rokeya Sultana, Prelude to Space 5, unique pressure print, hand-touched, 2013

Rokeya Sultana was born in Chittagong, Bangladesh, and received a BA in Printmaking from the Institute of Fine Arts University of Dhaka, Bangladesh, and an MFA in Printmaking from Vishwa Bharati University, Shantiniketan, India. She has participated in exhibitions across the globe, both solo and group

Mehwish Iqbal, No Rest for the Wicked, etching, screen-print, thread on cloth-pattern, 2014

exhibitions, and has shown her paintings and prints.

Mehwish Iqbal graduated from the National College of Art in Pakistan in 2002. She then completed her Masters of Art with distinction from the College of Fine Arts, University of New South Wales in 2010. Mehwish has shown her work widely through Australia, Pakistan, United States, and Turkey. She has been the recipient of several prestigious national grants and awards and participated in some of the

Negin Chahoud, Untitled, collagraph and coffee, 2015

most prestigious residence programmes in Australia, United States and Turkey. Mehwish lives in Merrylands.

Negin Chahoud was born in Iran in 1981 and currently resides in western Sydney, Australia. She holds a Certificate IV in Fine Arts at Nepean Arts and Design Centre, Kingwood TAFE and a Certificate IV in Interactive Media, Mt Druitt TAFE. Negin has exhibited her work in many group exhibitions throughout Sydney and internationally. Negin lives in St Marys.

YMCA NSW JUNIOR PARLIAMENT 2015

By Sarita Alam

From September 21st to September 25th I was selected to represent my electorate as the Youth MP for Riverstone in the YMCA NSW Junior Parliament. The YMCA NSW Junior Parliament is a “Youth and Government” program that focuses on leadership, advocacy and parliamentary education. Students from years 7-9 from all across the state participated in the program and were able to represent their respective electorates in our simulation of parliament debates. During the 3 day camp, we focused on learning how the New South Wales parliamentary system works, how to develop our public speaking and debating skills and making friendships all while having fun.

At Junior Parliament, we were organised into committees of around 10 people, where we each focused on a particular issue in New South Wales. Once we identified issues, we proposed solutions by drafting bills that we would later debate in Parliament house. I was in the Aboriginal Affairs committee where I was chosen to be Minister, meaning that I was able to propose the changes that my party (the ‘Government’) wanted to apply to the Opposition’s bill. It also meant that I was given a speaking time of four minutes as opposed to the two minutes that other committee members were allocated. Our committee focused on reducing the high incarceration rates of Indigenous peoples in our state. We aimed to improve this by implementing Koori courts. The difference between the Government and Opposition’s views was that the Government believed that the Koori court system should be included in all levels of court, whereas the Opposition only wanted to include it in local, district and children’s courts, meaning that there would be a restriction on which crimes could be sentenced Koori court.

Here is a short extract from my speech

“Mister Speaker, the Honourable Sarita Alam, Member for Riverstone.

Mister Speaker, there is a clear issue with the high incarceration rates of Indigenous peoples in New South Wales. In 2013, Aboriginal and Torres Strait Islander people made up 23% of the prison population in New South Wales. This is a significant overrepresentation of Indigenous peoples in imprisonment. Furthermore Mister Speaker, New South Wales has the highest percentage of Indigenous offenders, having 32% of the national total in 2008. The Government agrees with the bill in that the Koori Courts should be implemented in New South Wales, however, we propose an amendment. This amendment aims to include the Koori Court system not only into local and district courts as proposed by the opposition, but also into the supreme court. This means that there will be no restriction on the crime that is to be sentenced in the Koori Court. If this amendment passes, we, the government believe that the Koori court is perfectly capable of sentencing crimes appropriately and fairly, and it will be greatly beneficial for our state. The Koori court is a court that sentencing Indigenous offenders that have already plead guilty. It provides a more culturally appropriate environment and abolish racial bias in court.”

সিডনিতে এলআরবি' র জাঁকজমকপূর্ণ প্রাণোচ্ছল কনসার্ট

হ্যাপি রহমান

ত ১১ অক্টোবর রোববার সিডনির কেমসির অরিয়ন থিয়েটার হলে সাড়া জাগানো ব্যান্ড দল এলআরবি' র জাঁকজমকপূর্ণ প্রাণোচ্ছল কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে ।ব্যস্ততায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অবাক বিস্ময়ে নেচে গেয়ে এই কনসার্ট উপভোগ করল কয়েক শ সিডনিপ্রবাসী বাংলাদেশি দর্শক। আর এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন হার্ড রক মিউজিসিয়ান, কম্পোজার, গীতিকার ও কিংবদন্তী ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চু।মুলত রক ঘরানার কন্ঠের অধিকারী হলেও আধুনিক গান, ক্লাসিকাল সঙ্গীত এবং লোকগীতি দিয়েও শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন তিনি। হল ভর্তি দর্শক- শ্রোতার মুহুর্মুহ করতালি আর আনন্দ উল্লাসের মাঝে ঐদিন আইয়ুব বাচ্চু সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত টানা ৪ ঘণ্টা একের পর এক দর্শকদের বিশেষ করে তরুণ ভক্তদের পছন্দের প্রিয় গানগুলি পরিবেশন করেন। শিল্পীর সাথে এলআরবি' র বাকী চারজন সদস্য ছিলেন বেজ এ স্বপন, সেকেন্ড লাইন গীটারে মাসুদ, ড্রামসে রোমেল এবং সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনরত শামীম। আইয়ুব বাচ্চু জানান এত এত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে থাকতে পেরে অদ্ভুত ভালো লাগা অনুভূতি কাজ করছে তার মধ্যে। অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী বাঙালিদের আমন্ত্রণেই এলআরবি কনসার্টে অংশ নিয়েছে। এর আগেও ২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী বাঙালি কমিউনিটির আমন্ত্রনে এলআরবির কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে আইয়ুব বাচ্চু বলেন পৃথিবীর অনেক দেশে অনেকবার গান করেছি। কিন্তু এবারের অস্ট্রেলিয়া সফর ছয়টি প্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া কনসার্ট আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ, আমরা শুনে থাকি প্রবাসী বাঙালিরা কালচারাল প্রোগ্রাম দেখতে চান না। ইতিমধ্যে ক্যানবেরা ও সিডনিতে আয়োজিত কনসার্টে আগত শত শত দর্শকের উপস্থিতি বলে, ভালো যে কোনো আয়োজনে দর্শকের সমাগম হয় এবং তারা আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে তা উপভোগ করেন। আমি মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ। তিনি বাংলা সংগীতকে ভালোবেসে এ ধরনের সুন্দর একটি অনুষ্ঠান করার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ। প্রবাসে গান করতে ভালোই লাগে। দর্শক- শ্রোতাদের সাড়াই বলে দেয়, তারা বাংলা গানকে কতটুকু ভালোবাসেন। শিল্পী বাচ্চু গানের ফাঁকে ফাঁকে সিডনির বাংলাদেশিদেরকে এলআরবি' র পক্ষ থেকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জ্ঞাপনসহ আন্তরিক আতিথেয়তা প্রদানের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানান এবং তাঁর ও তাঁর দলের প্রতি এতো আগ্রহ ও ভালবাসার উচ্ছ্বাস দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। এলআরবি বিশ্বের অসংখ্য শহরে কনসার্ট করেছে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী দর্শক ও ভক্তদের মতো এতো উৎসাহ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছল অংশগ্রহণের ঘটনা অন্য কথাও দেখেননি বলে মন্তব্য করেন এবং আগামীতে বার বার সিডনি ছুটে আসার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। শ্রোতাপ্রিয় চমৎকার স্মৃতিকাতর গান দিয়ে শুরু করেন আইয়ুব বাচ্চু । পর্যায়ক্রমে তিনি একে একে গেয়ে শোনান ‘ আমি তো প্রেমে পড়িনি' , ‘ কষ্ট পেতে ভালবাসি' , ‘ সেই তুমি কেন এতো অচেনা হলে' , ‘ সেই তারা ভরা রাতে' ‘ মাধবী থেকে শুরু করে দর্শক নন্দিত জনপ্রিয় গানগুলো গেয়ে পুরো সময় জুড়ে মঞ্চ কাঁপিয়ে রাখেন। সেসময় দর্শক ভক্তদেরকে মঞ্চের পাশে বিরতিহীন নৃত্য ও শিল্পীর কণ্ঠের সাথে সুর মিলিয়ে গানের মূর্ছনায় উল্লাস প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে হার্ডরকের উত্তাপকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে তুলতে দেখা যায়।স্টেজের সামনে একজন মধ্য বয়স্ক লোক নেচে গেয়ে দর্শকদের বাড়তি চমক সৃষ্টি করেছেন। তিনি সিডনিতে বসবাসকারী সকল বাংলাদেশীদের কাছে রানা ভাই নামে পরিচিত। শখের বসে ছবি তোলেন, প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে নিজের মত করে নেচে গেয়ে আনন্দ ফুর্তি করেন । তাকে সেদিনের মত এত সম্মান পেতে আমি আগে কখনো খেয়াল করিনি। রানা ভাই গানের তালে তালে যখন নাচছেন, আইয়ুব বাচ্চু নিজে তাকে ডাকলেন মঞ্চে উঠে নাচার জন্য। গান শেষে রানা ভাইকে LRB' র পক্ষ থেকে শিল্পী একটি টিশার্ট গিফট করেন। আবারো মনে পরে গেল নামে নয়, কর্মেই পরিচয়! সামান্য দর্শককে অসামান্য সম্মান জানানোর জন্যই হয়তো তিনি আজ আইয়ুব বাচ্চু। শিল্পী আইয়ুব বাচ্চু অনুষ্ঠানটির সিডনি আয়োজকদেরকে মঞ্চে আহবান করেন। এসময় তাদেরকেও ভালবাসার অর্ঘ দিয়ে অনুষ্ঠানের ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসেন। বাড়তি আকর্ষণ ছিল অনুষ্ঠানে আসা প্রথম ছয়জন দর্শককে গ্যালারী থেকে ডেকে এলআরবির পক্ষ থেকে টিশার্ট উপহার দেন এবং তাদের সাথে ছবি তুলেন। প্রতিটি গানের শেষেই গিটারের ছয় তারের মূর্ছনায় জাদুকরী সুরে সবাইকে মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করেছেন। উল্লাসে মাতাল হয়েছেন সংগীতপ্রেমী দল। এলআরবি দল প্রায় এক মাসের জন্য অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছেন। ইতিমধ্যে

দেশটির প্রশাসনিক রাজধানী ক্যানবেরা, বাণিজ্যিক নগরী সিডনিসহ ব্রিজবেনে কনসার্ট করেছেন। আগামী সপ্তাহে মেলবোর্ন, এডিলেট ও পার্থে যাচ্ছেন সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমন্ত্রনে। সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা জানালেন, আমরা চেষ্টা করেছি পেশাদারি মনোভাবের সঙ্গে একটি উন্নতমানের অনুষ্ঠান উপহার দিতে। সমগ্র অস্ট্রেলিয়া জুড়ে বাংলা গানের অনুষ্ঠানে আমরা যে অবিশ্বাস্য বিপুল সাড়া পেয়েছি, তাতে আমরা খুশি। এমন ব্যাপক আকারের অনুষ্ঠানে ছোট ছোট কিছু ভুল- ত্রুটি আমাদের ছিল। সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি।উল্লেখ্য, হলে আসন নম্বর না থাকায় আমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শক- শ্রোতা শুরুর দিকে কিছুটা বিব্রত অবস্থায় পড়েন। এ সময় অনেককেই দেখা যায় কম মূল্যের টিকিট কেটে সংরক্ষিত আসনগুলোতে বসে থাকতে। পরবর্তীতে স্বেচ্ছাসেবক ও দুজন নিরাপত্তা কর্মীর আন্তরিক সহযোগিতায় হলের ভেতরে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। আয়োজকেরা জানান, ভবিষ্যতে দর্শকদের কাছ থেকে এমন প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পেলে আমরা অবশ্যই বারবার ফিরে আসব বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে। দর্শকদের সুবিধা অসুবিধা ও আমাদের ভুল- ভ্রান্তি নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। তারা আরও বলেন, বাংলা সংস্কৃতির গান ও শিল্পীদের প্রমোট করতেই তাদের এই আয়োজন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্যানটাবুরি সিটি মেয়র Brain Robson, স্ট্রেটফিল্ড কাউন্সিলর রাজ দত্ত এবং অন্যান্য। ডনির আয়োজকরা জানালেন ***আইয়ুব***বাচ্চু একজন জনপ্রিয় বাংলাদেশী সঙ্গীত শিল্পী। তিনি একাধারে গায়ক, লিডগিটারিস্ট, গীতিকার, সুরকার, প্লেব্যাক শিল্পী।আমি নিজেও গানের সাথে জড়িত। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এলআরবি আবার অস্ট্রেলিয়া আসবে বাংলাদেশের ও বাংলাদেশের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে।শুধু নিজে ভালো থাকা নয়, দেশকে ভালোবাসার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নতুন কিছু করার স্পৃহা জন্মে এলআরবি পাশে ছিল বলেই। পরবর্তীতে আমরা এ প্রজন্ম চেষ্টা করবো অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার গানের শিল্পীদের সাথে এলআরবির যৌথ সঙ্গীতায়োজন করার জন্য।

Eid Celebration at James Cook University, Queensland

In August 2015 the James Cook University Muslim Students' Association (MSA) held an Eid-al-Fitr celebration at the local Riverside Gardens community centre. Everyone was encouraged to dress up in their traditional clothing and bring a plate of food to share. It was truly amazing to see fellow Muslim students in Australia be so involved in making such an event happen. Following a jamat prayer, there were so many delectable dishes from an array of cuisines to dig in to. There was food from Indonesia, India, Pakistan, Ethiopa, America, Canada… and many more. I took along a bowl of my mum's rendition of a traditional Bangladeshi yogurt with a touch of caramel.

The MSA at JCU runs several events throughout the year, including weekly group Islamic teachings and guest speaker nights. I'm so grateful to have the opportunity to be part of this welcoming community – it really makes my home away from home a lot more enjoyable.

Chief Editor: Tofazzal Hossain Sarker
Editor: Dr Tamanna Parvin
Co-editors: Fardin Ferdous, Mithila Zaheen, Sarita Alam
Publication Editor: Sherwan Zaman
Email: tparvin2@yahoo.com.au

বাংলাদেশীদের মধ্যে আমরাই প্রথম... আমরাই এগিয়ে।

গুনে ও মানে অদ্বিতীয়

সম্পূর্ণ আধুনিক আর অভিনব প্রযুক্তিতে

SHARP FUJI xerox Roland সহ

Canon
imaging across networks

এখন আমাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

আমরাই দিতে পারি সবচেয়ে কমমূল্যে
আপনাদের সর্বপ্রকার প্রিন্টিং এর নিশ্চয়তা

স্পেশাল আকর্ষনঃ **Personalized Wall Calendar for your Business (any quantity)**

We Do all kinds of printing More over Banner, Poster, Large Format, Plan, T-Shirt, Cap and many more....

A1 INSTANT PRINTING

T: 02 9565 2301 M: 0412 286 033
E: printer@a1instantprinting.com.au
w: a1instantprinting.com.au
7-9 Addison Road, Marrickville, NSW 2204